NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ ইন্দিরা গান্ধির বলিদান দিবস উপলক্ষে বিশেষ

কেরলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ৩ ৭

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ১৩ কার্তিক ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 31.10.2023, Vol.17, Issue No. 138, 8 Pages, Price 3.00

দীর্ঘ ১২ দিন পর খুলল সরকারি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১২ দিন পুজোর ছুটি শেষ হওয়ার পর সোমবার থেকে খুলেছে রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলি। সকাল থেকেই সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্ম তৎপরতার চেনা ছবি ধরা পড়েছে। একই সঙ্গে চলে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টি মুখের পালা। নবান্ন থেকে নবমহাকরণ, খাদ্য ভবন থেকে বিধানসভা; সর্বত্রই কর্মীদের সমাগম চোখে পড়েছে। তবে কালী পুজো, ভাইফোঁটা, ছট পুজো, গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে নভেম্বর মাসে আরোও ১৩ দিন ছুটি রয়েছে। আগামী ১২ নভেম্বর কালীপুজো। সে দিন রবিবার পড়ায় এমনিতেই সরকারি ছুটি মার যাওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার কালীপুজোর অতিরিক্ত ছুটি দিয়েছে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। তার পরের দিন ১৫ নভেম্বর ভাইফোঁটার ছুটি। একই দিনে বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনের ছুটি রয়েছে। তবে দুই ছুটি মিলে যাওয়ায় দুঃখ নেই। ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার অতিরিক্ত ছুটি দিয়েছে নবান্ন। ঘটনাচক্রে, এ বার ছটপুজোও রবিবার পড়েছে। ১৯ নভেম্বর। রাজ্যে ছটেরও অতিরিক্ত ছুটি রয়েছে ২০ নভেম্বর, সোমবারে। সেই হিসাবে ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর টানা ছুটি মিলবে। মাসের শেষ ছুটির দিন গুরু নানকের জন্মদিন ২৭ নভেম্বর। সেটাও সোমবার হওয়ায় টানা তিন দিন ছুটির সুযোগ পাবেন অনেকেই।

আজ ইডেনে পাক-বাংলাদেশ দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ইডেনে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বৈরথ। এবার বিশ্বকাপে টানা হারের বৃত্তে আছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দলই। টানা চার ম্যাচ হেরেছে পাকিস্তান, টানা পাঁচ হার বাংলাদেশের। হারলেও লড়াই জিইয়ে রেখেছে পাকিস্তানিরা। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে এখনো ছিটকে যায়নি তারা। সেই তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্টই সংকটে। পরিসংখ্যানের হিসেবে ছয় ম্যাচের মাত্র দু'টিতে জয় পেয়েছে বাবর আজমের পাকিস্তান। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে শাহিন আফ্রিদিরা। অন্যদিকে ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসদের ঝুলিতে বর্তমানে ২ পয়েন্ট। এর আগে লদী পুজোর দিন এই ইডেনেই নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরেছে সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশ। সেই মাঠেই এবার সাকিবদের দ্বিতীয় পরীক্ষা। মঙ্গলবার এই ম্যাচ দু-দলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ, দুই দলই ২ পয়েন্ট নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

জ্যোতিপ্রিয় একেবারে স্থিতিশীল

হাসপাতালের ক্লিনচিটে বাধা নেই ইডির জেরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আট রকমের রক্ত পরীক্ষা, জোড়া সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট এবং মনোবিদের পরামর্শের ভিত্তিতে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একেবারে স্থিতিশীল। তাঁকে জেরা করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই।

এদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাসপাতালে কী কী পরীক্ষা হয়েছে, তা সোমবার আদালতে জমা দিয়েছে ইডি। ব্যাঙ্কশাল আদালত জ্যোতিপ্রিয়র ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এর পরই মন্ত্রীর পরিবারের পছন্দমতো বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে জ্যোতিপ্রিয়র কী কী শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জমা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

এদিন হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আর হাসপাতালে ভর্তি থাকার প্রয়োজনও নেই তাঁর। অর্থাৎ ইডি এবার রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া বনমন্ত্রীকে নিজেদের হেপাজতে নেবে কি না, তারই অপেক্ষা। এদিকে, সোমবার কম্যান্ড হাসপাতাল দ্বিতীয়বার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। জ্যোতিপ্রিয়কে ভর্তি নিতে না চেয়ে আদালতের নির্দেশ ফের বদলের আবেদন করা হয়েছিল কম্যান্ড হাসপাতালের তরফে। তবে তাদের সেই আর্জি এদিন খারিজ হয়ে যায়। আদালত জানিয়ে দেয়, প্রয়োজনে কম্যান্ড হাসপাতালেই চিকিৎসা হবে মন্ত্রীর।

সিজিওতে এক পাতার চিঠি ধৃত মন্ত্রীর দাদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে ইডিকে একটি এক পাতার চিঠি জমা দিয়ে এসেছেন রেশন বণ্টন 'দুর্নীতি'কাণ্ডে ধৃত রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর দাদা দেবপ্রিয় মল্লিক। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ তিনি ইডি দপ্তরে যান। ১১টার পর বেরিয়ে আসেন। সিজিও থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন দেবপ্রিয়। তিনি জানান, একটি চিঠি ইডি দপ্তরে তিনি জমা দিয়েছেন। আগেও এই চিঠি জমা দেওয়ার

চেষ্টা করা হয়েছিল। রবিবার তা নিয়ে সিজিওতে এসেছিলেন মন্ত্রী-কন্যা প্রিয়দর্শিনী। কিন্তু রবিবার ইডিকে চিঠি দেওয়া যায়নি। তাই সোমবার কাজটি করা হল। চিঠিতে কি আছে প্রশ্ন শুনেই দেবপ্রিয় সটান বলে ওঠেন, 'সেটা বলতে পারবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আর ইডি। ইডিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।' সোমবার ইডি দপ্তরে গিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়ের আপ্তসহায়ক অমিত দে-ও। নথি নিয়ে সিজিওতে ঢোকেন তিনি। ঢোকার আগে বলেন, 'আমার কাছ থেকে একটা নথি চেয়েছিল। আমার বাড়ির দলিলের একটা কাগজ দিতে এসেছি।' এর আগে একাধিক বার অমিতকে সিজিওতে তলব করা হয়েছে। প্রথম দিন জ্যোতিপ্রিয়ের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতেও ইডি তল্লাশি চালায়। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সপরিবার পুরী ঘুরতে গিয়েছিলেন। ইডি এসেছে শুনে তড়িঘড়ি বিমান ধরে পরিবার নিয়ে ফিরে আসেন অমিত।

সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন না গৌতম পাল

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে আপাতত কোনও রক্ষাকবচ পেলেন না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। মামলায় সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি অনুরুদ্ধ বোস ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর এজলাসে আজ সোমবার মামলার শুনানি হয়। আগামী শুক্রবার পরবর্তী শুনানি হবে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি চাইলে হেপাজতে নিয়েও পর্ষদ সভাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই? কারণ, কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশই দিয়েছিল, প্রয়োজনে হেপাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল ও পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল ও পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। গত ১৮ অক্টোবর গৌতম পাল ও পার্থ কর্মকারকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রয়োজনে তাঁদের হেপাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পর্ষদ সভাপতি। হাইকোর্টের এহেন নির্দেশকে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি গৌতম পালের আবেদন ছিল সিবিআই যাতে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে না পারে তার রক্ষাকবচ দিক সুপ্রিম আদালত। গৌতম পালের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, সুপ্রিম কোর্টে যখন মামলা বিচারাধীন, তখন হাইকোর্টের বিচারপতির এহেন নির্দেশ কতটা যুক্তিযুক্ত? হাইকোর্টের এহেন নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টকে 'ওভার রিচ' করার প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন গৌতম পালের আইনজীবী।

কেজরিওয়ালকে সমন ইডির

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় এবার এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের সমন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবারই তাঁকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদর দপ্তরে ডাকা হয়েছে। এই মামলার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাঁকে। এই মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে, এর আগে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং-কে গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

ন্যানোর খেসারত, নবান্নকে দিতে হবে ৭৬৬ কোটি

নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা বন্ধের প্রেক্ষিতে তিন সদস্যের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল এই নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছে টাটা গোষ্ঠী। তাদের দাবি, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১১ শতাংশ হারে রাজ্য সরকারকে সুদও দিতে হবে। যদিও বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সরকারের তরফে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আইনি পথ খোলা আছে।

সোমবার স্টক এক্সচেঞ্জকে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, টাটা মোটরস এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মধ্যে আরবিট্রেশন চলছিল। রাজ্য সরকারের কাছে তারা ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল। কারণ হিসেবে সংস্থার দাবি, সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা করতে না পারায় মূলধন বিনিয়োগে ক্ষতি হয়েছে। আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যের কাছে আরবিট্রেশন চলছিল। অবশেষে ৩০ অক্টোবর সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা। তাতেই ঠিক হয় রতন টাটার শিল্পগোষ্ঠী টাটা মোটরস ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে রাজ্যের কাছ থেকে।

বিশ্বভারতী নিয়ে ফের সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ফের একবার বিশ্বভারতীর বিতর্কিত স্মারক নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন মমতা। একাধিকবার আপত্তি জানানো, আন্দোলনের পরও বিতর্কিত ফলক এখনও সরায়নি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলস্বরূপ মুখমন্ত্রী তাঁর বার্তায় আরও একবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মমতা সোমবার ফের বলেন, বিশ্বভারতীর বিতর্কিত স্মারকফলক এখনই সরানো হোক। একইসঙ্গে কেন্দ্রকেও ভুল শুধরে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। ফের একবার ওই ফলককে আত্মপ্রচারমূলক এবং অহঙ্কারী বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'কবিগুরুকে ভুলে আত্মপ্রচারমূলক, অহংকারী প্রচার চলছে বিশ্বভারতীতে। শান্তিনিকেতনকে সম্মান দিয়েছে ইউনেস্কো। কিন্তু বর্তমানে সেখানকার প্রধান (উপাচার্য) কবিগুরুর অবদান ভুলে নিজের নামের প্রচার চালাচ্ছেন। ঈশ্বরের দোহাই, ওই ফলক সরিয়ে ফেলুন যেখানে কবিগুরুকে অসম্মান করা হয়েছে। সামান্য মানবিকতা দেখান। সম্মান করুন।' একইসঙ্গে কেন্দ্রের কাছে তাঁর

আর্জি, এই চরম ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ করুক দিল্লিতে ক্ষমতাসীন সরকার। গত মাসেই শান্তিনিকেতনের মুকুটে নয়া পালক জুড়েছে। তাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি পদক্ষেপ যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করে। ইউনেস্কোর হেরিটেজ প্রাপ্তির ফলকে নেই রবীন্দ্রনাথেরই নাম! সেখানে লেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম। আর এতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ শান্তিনিকেতনবাসী। এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চলছে আন্দোলনও।

রাজনৈতিক দলের অর্থের উৎস জানার অধিকার নেই জনতার!

সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: দেশের রাজনৈতিক দলগুলি কোন পথে তহবিল সংগ্রহ করছে তা জানার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই বলে সুপ্রিম কোর্টে দাবি করলেন কেন্দ্রের আইনজীবী তথা অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানি। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে নির্বাচনী বন্ডের বৈধতা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'সংবিধানের তিন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়টি ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না।'

শীর্ষ আদালতে নির্বাচনী বন্ডের পক্ষে সওয়াল করে জমা দেওয়া লিখিত জবাবে কেন্দ্রের আইনজীবীর দাবি, নির্বাচনীয় বন্ডে রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলে 'অনামি দাতা' সম্পর্কে গোপনীয়তা রয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত। সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারা অনুযায়ী এক জন নাগরিকের রাজনৈতিক দলগুলির আয় সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচনী বন্ড ১৯(২) ধারার অধীন। তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ' বলবতের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে।' এমনকী, প্রয়োজনে মৌলিক অধিকারের উপরেও তেমন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চকে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

প্রসঙ্গত, ভোটে কালো টাকার খেলা বন্ধ করার কথা বলে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে প্রয়াত অরুণ জেটলি নির্বাচনী বন্ডের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০১৭-র অর্থ বিলের মাধ্যমে আইনে একগুচ্ছ সংশোধনী এনে মোদি সরকার ২০১৮ থেকে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল। এর ফলে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে, বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে, কত টাকা দিচ্ছেন তা বোঝা যাবে না।

নির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার পর বিষয়টির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিরোধী দল এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, এতে অস্বচ্ছতাই বাড়বে। বিশ্বের কোনও দেশেই এমন ব্যবস্থা নেই, বন্ড ভাঙাচ্ছে রাজনৈতিক দল। ফলে কোন কর্পোরেট সংস্থা কাকে ভোটে সাহায্য করছে, তার বিনিময়ে ক্ষমতাসীন দলের থেকে কী সুবিধে আদায় করছে, তা জানার কোনও উপায় নেই।

রেশন দুর্নীতির মাঝেই কেন্দ্রের চিঠি প্রকাশ্যে আনলেন রথীন ঘোষ

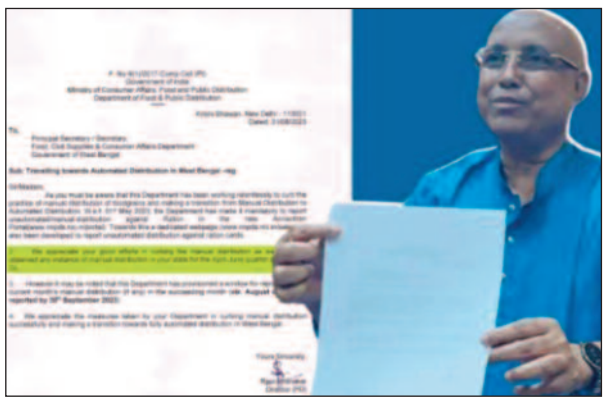

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির অভিযোগ তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। গ্রেপ্তার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও। আর এই ইস্যুতে টানা শাসকদলকে বিদ্ধ করে চলেছে বিরোধীরা। যার মধ্যে সবথেকে বেশি সুর চড়িয়েছে বিজেপি শিবির। এরই মাঝে দিল্লি থেকে পাঠানো একটি চিঠি প্রকাশ্যে আনলেন জ্যোতিপ্রিয়র উত্তরসূরি এবং রাজ্যের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। আর এই চিঠি সামনে এনে রাজ্যে যখন রেশন দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় হচ্ছে, তখন খাদ্য দপ্তরের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা দেখা গেল রথীন ঘোষকে।

সোমবার খাদ্যমন্ত্রী যে চিঠি সামনে আনেন তাতে দেখা যাচ্ছে দু'মাস আগে কেন্দ্রের থেকে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারকে। আর এই চিঠিতেই রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের ভূমিকার প্রশংসা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এদিকে রেশন সামগ্রীর ম্যানুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের বদলে অটোমেটেড ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে কোথাও কোনও ম্যানুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কি না, তা অন্নবিতরণ পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে মে মাস থেকে। কোথাও কাউকে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে ম্যানুয়ালি রেশন সামগ্রী বণ্টন করা হচ্ছে কি না, তার উপর নজর রাখতেই এই পোর্টাল।

কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ৩১ অগস্ট ওই চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে বাংলায় কোথাও ম্যানুয়াল রেশন সামগ্রী ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি। রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের গণ বণ্টন ব্যবস্থায় এই সাফল্যের প্রশংসা করেছে কেন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বক্তব্য, 'সমস্ত রেশন কার্ডের কেওয়াইসি করানো আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার আনা হয়েছে। অনেকে বলছিলেন বায়োমেট্রিকে সমস্যা হচ্ছে, তখন আমরা আইডি স্ক্যানারের ব্যবস্থা করেছি। প্রায় ১৬ হাজার দোকানে ই-ওয়েং স্কেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সঠিকভাবে ওজন হয়।'

চালকের ভুলেই অন্ধ্রে দুর্ঘটনা: রেল

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: চালকের ভুলেই দুর্ঘটনা। অন্ধ্রপ্রদেশের দুই ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর পর এমনই জানালেন রেল কর্তৃপক্ষ। ইস্ট কোস্ট রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সিপি বিশ্বজিৎ সাহু এনডিটিভিকে জানিয়েছেন, লাল সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও বিশাখাপত্তনম-রায়গাড়া প্যাসেঞ্জারের চালক ট্রেনটি এগিয়ে নিয়ে যান। তার ফলেই এই দুর্ঘটনা।

রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরম জেলার কণ্টকপল্লিতে বিশাখাপত্তনম থেকে পালাসাগামী একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে পিছন থেকে ধাক্কা মারে বিশাখাপত্তনম-রায়গাড়া প্যাসেঞ্জার। রেল সূত্রে জানা যায়, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার জন্য পালাসাগামী ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল। দুর্ঘটনার পর রেল জানায়, সংঘর্ষের ফলে বিশাখাপত্তনম-পালাসা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তিনটি এবং বিশাখাপত্তনম- রায়গাড়া প্যাসেঞ্জারের দু'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। রেল সূত্রে রবিবারই জানা গিয়েছিল, রেল কর্মীদের ভুলেই দুর্ঘটনা। লোকো পাইলট সিগন্যাল দেখেননি। সোমবার ইস্ট কোস্ট রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন,

মৃত বেড়ে ১৩

'বিশাখাপত্তনম-রায়গাড়া প্যাসেঞ্জারের চালক এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। লাল সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও তিনি তা খেয়াল না করে পালাসাগামী ট্রেনে ধাক্কা মারেন।' এই ঘটনায় রায়গাড়া প্যাসেঞ্জারের চালক মারা গিয়েছেন বলে জানিয়েছে রেল।

রবিবারই জানা গিয়েছিল এই ট্রেন দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানায়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪০। সোমবার সকালেও ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধারকাজ শেষ হলে হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ট্রেন দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। তাঁর দপ্তর সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'বিজয়নগরম জেলার কণ্টকাপল্লিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।' বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে কাছের জেলা বিশাখাপত্তনম এবং আনাকাপল্লি থেকে যত বেশি সম্ভব অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সময়ে সময়ে তাঁকে ঘটনার বিষয়ে জানানোর কথা বলা হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকের হাতে তুলে দিল রেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডিজিটাল যুগে মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এই মোবাইল ফোন। কিন্তু অনেক সময় ভিড় ট্রেনে যাত্রীদের মোবাইল চুরি হয়ে যায়। আবার কখনও ট্রেনে তাড়াহুড়ো করে ওঠানামা করতে গিয়ে বেখেয়ালে মোবাইল ফোন খোয়া যায়। সোমবার সন্ধেয় নৈহাটি জিআরপি থানার পুলিশ হারিয়ে যাওয়া একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রাপকের হাতে তুলে দিল। তবে হারিয়ে যাওয়া ফোন পেয়ে ভীষন খুশি মোবাইল প্রাপকরা। নৈহাটি জিআরপি থানার আইসি বাসুদেব মল্লিক বলেন, এদিন ২৯ জন প্রাপকের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য ছাড়াও ভিন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশ থেকেও তারা মোবাইল উদ্ধার করেন। তবে যারা কুড়িয়ে পেয়ে মোবাইল থানায় জমা দিতে আসেন, তাদের কাছ থেকে খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া হয়। বাসুদেব বাবু আরও বলেন, কেউ যদি ছিনতাই করে তা ফিরিয়ে না দেয়। গ্রেপ্তার করে তাঁর কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার করা হয়। হারিয়ে যাওয়া ফোন প্রাপক নদিয়ার পালপাড়ার বাসিন্দা উমা দাস বলেন, 'আট মাস আগে মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছিল। ব্যান্ডেল লোকাল থেকে নৈহাটি স্টেশনে নামতেই তাঁর মোবাইল খোয়া গিয়েছিল। নৈহাটি জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। এদিন হারিয়ে যাওয়া ফোন হাতে পেলাম। খুব আনন্দ লাগছে।'

'দুর্নীতিকে না বলুন', সচেতনতা সপ্তাহ পালন দক্ষিণ পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'দুর্নীতিকে না বলুন।' এমনই স্লোগান নিয়ে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালনের অঙ্গীকার নিল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সতর্কতা ও সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হবে। দুর্নীতিমুক্ত রেল প্রশাসন গড়াই তার লক্ষ্য। রবিবার সপ্তাহ পালনের অনুষ্ঠানের সূচনায় ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিলকুমার মিশ্র। এটি সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন দ্বারা শুরু করা 'তিন মাসের প্রচারণা' (১৬ই আগস্ট থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৩) -র একটি অংশ।

শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, এস ই রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আধিকারিকরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, ঘুষ গ্রহণ বা প্রস্তাব না করা; একটি সৎ এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ সম্পাদন করা, জনস্বার্থে কাজ করা, ব্যক্তিগত আচরণে সততা প্রদর্শনে তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এদিন আরও একবার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করা হয়।

সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ চলাকালীন, সেমিনার, অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা, নুক্কাদ নাটক, ওয়াকথন, বিক্রেতাদের মিট ইত্যাদির মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে অক্টোবর । মঙ্গল বার। ১৩ কার্তিক। তৃতীয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রি পাদদোষ।

মেষ রাশি : বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধির দ্বারা গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে না পারার জন্য সাময়িক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও, তার প্রভাব বেশি থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা পড়াশোনা করছেন তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে মত প্রকাশ করলে শুভ বৃদ্ধি হবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি করতে পারেন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভুল বুঝেছিল, আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। গৃহবধূদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুখবর আসবে। দুর্গা মায়ের নামকরা শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে সামান্য অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, বান্ধব দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার কথার সঠিক ব্যাখ্যা না হওয়ার কারণে অশান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য অর্থ লাভ। বিশেষত যারা দোকান ব্যবসা করেন তাদের। গৃহশিক্ষক বিষয়ের চিন্তা থাকলেও কোন অশুভ যোগ নেই দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে সকাল বেলায় বাজার করা, দোকান করা, বিষয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তর্কের জন্য মনঃকষ্ট। স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনাময় কাল। যারা অধ্যাপনা করেন, যারা শিক্ষকতা করেন, তাদের ধৈর্য সহ উচিত অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। নিশ্চয়ই শুভ ফলপ্রাপ্ত করবেন বাণিজ্যের সম্ভাবনা কম। মহাকালীর মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও অশুভ যোগ নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যারা পুলিশ প্রশাসনে বেতন ভোগী কর্মচারী তাদের সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন নতুন কর্মের অন্বেষণ যারা করছেন তাদের আজকের গ্রহ যোগ নিশ্চয়ই কিছু নতুন সুযোগ প্রদান করবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নারকেল দ্বারা দেবদেবীর ভোগ দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। আজ আপনার জীবনের কোন বড় স্বপ্নের পথে হাঁটতে শুরু করবেন। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। বিবাহের বিষয়ে যে শুভ কথা আটকে ছিল আজ তা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। পারিবারিক দাম্পত্য সুখ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান এবং কোন নিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা। বাড়ি গৃহ মন্দিরে হনুমানজির উদ্দেশ্যে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ সংস্থান আজকে যা বলছে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত যারা দোকান বা খুচরো-- পাইকারি ব্যবসা করেন তাদের। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। বিদ্যা যোগের শুভ যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। যারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন, পরামর্শদাতাদের জন্য শুভ দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রতিবেশীর কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সম্মানহানি যোগ। গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকছে। ভ্রমণে না যাওয়া শুভ। জল ভ্রমনে না যাওয়া আরো শুভ। শত্রু-চক্রান্ত ভেদ করার জন্য প্রবীণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ধৈর্য ধরলে এই সময়টি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, দেবী মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : এক ব্যবসায়িক বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আজ দেখা দেবে। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। খুবই উৎসাহ জ্ঞান বুদ্ধি যোগ। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজটি হয়ে পড়বে। বিদ্যা শুভ। উচ্চ বিদ্যা শুভ । শুভ বিবাহের যোগ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল ভোগ প্রদান করুন, দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুজন সদস্য, আপনাকে আজ সম্মান দেবে আপনার কর্মের কারণে। বেতনভোগী কর্মচারী যারা- তাদের নতুন কোন কাজ করার জন্য খুবই শুভ অবস্থান আজ। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের কাছে নতুন সুযোগ আসছে বিদ্যা যোগ শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিবাহের কথা যা কিছুদিন আটকে ছিল তা আবার শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরতি করুন পুষ্পাঞ্জলি দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : ধৈর্য্য নিয়ে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, শুভযোগ। গুপ্ত শত্রু রয়েছে তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ দুপুর তিনটের পর এক শুভ যোগ তৈরি হবে। মনের মানুষের ফোনে আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ি গৃহ পরিবেশে শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের সদস্যরা মনে হবে একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল জবা পুষ্প সহ মহাকালীর আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে চলা ভালো, আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ফোন কলে এমন একটি সংবাদ আসবে যেটা আপনার কাম্য নয়। পরিবারের অশান্তির বাতাবরণ। ছোট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বড় আকার ধারণ করবে। সতর্ক থাকা ভালো। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা কিছু সমালোচনা হবে, যা ধৈর্য ধরে শুনলে আগামীকাল শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় আরতী করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'চমক ভরা ধনতেরাস', যা চলবে আগামী ১ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত।

ডিভিসির সেচ খালের জলে তলিয়ে গেল এক কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্নান করতে নেমে ডিভিসির সেচ খালের জলে তলিয়ে গেল এক কিশোরী। ওই কিশোরীর নাম বাতাসি মাহাতো। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ কাঁকসার ক্যানেলপাড় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল।

পরিবারের সদস্যরা ও এলাকাবাসী জানান, ১১ বছর বয়সি ওই কিশোরী তার মায়ের সঙ্গে স্নান করতে নামে ডিভিসির সেচ খালের জলে। তার মা উঠে গেলেও, সে ওঠেনি। পরে প্রতিবেশীদের বকায় ওই সময় উঠে গেলেও ফের জলে নামতেই জলের তোড়ে ভেসে যায় সে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও তার আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে দেখতে না পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জল বন্ধ করার চেষ্টা চালায় ও স্থানীয় জেলেদের সাহায্য নিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবার সহ এলাকা জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

আত্মঘাতী বধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত লাকুরিয়া গ্রামের। মৃত গৃহবধূর নাম লাভলি সদ্দার। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত লাকুরিয়া এলাকায়। তিনি বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেনে বলে দাবি পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে বিজয় দশমীর দিন দুপুর বেলায় ঘরের ভিতরে বিষ পান করেন ওই গৃহবধূ। তড়িঘড়ি তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃতদেহ উদ্ধার করেসোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিশেষ অভিযান শুরু হচ্ছে। আগামী ২ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে এই অভিযান চালানো হবে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের পোর্টালে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার জন্যও মঙ্গলবার থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত অভিযান শুরু করা হচ্ছে।

এর আগে নবান্নে সোমবার মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর পৌরহিত্যে এই তিন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুখ্যসচিব বিশেষ অভিযানকে সফল করতে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত ঋণ প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর হয়েছে সেগুলির চূড়ান্ত প্রক্রিয়া যাতে এই অভিযান চলাকালীন শেষ হয় মুখ্যসচিব তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মঞ্জুর হওয়া আবেদনপত্র গুলির ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যাতে ১০ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীদের টাকা দিয়ে দেওয়া হয় ব্যাংকের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার জন্য মুখ্য সচিব নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, এই সময়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ৬০ হাজার এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে কুড়ি হাজার আবেদন মঞ্জুর করা হবে বলে মুখ্যসচিবকে আশ্বাস দিয়েছে স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি। বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে জমা পড়া আবেদনগুলি পরীক্ষা করে আশি হাজার আবেদন অনুমোদন করার কথা জানিয়েছে।

এদিকে সরকার চলতি আর্থিক বছরে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ২৩ হাজার পড়ুয়াকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে চলতি বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজারের বেশি ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। যার মধ্যে এপর্যন্ত ঋণ পেয়েছে ৩৫ হাজার ৫৮৯ জন। যা মোট আবেদনের ৬১ শতাংশ। ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ৪৯৪ কোটি টাকার বেশি। এপর্যন্ত ১৯ টি ব্যাংক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাকি ঋণের আবেদন যাতে দ্রুত মঞ্জুর কেউ হয় সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফে ব্যাংকগুলির কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে।

এদিকে ইতিমধ্যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য পৃথক পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের আবেদন জানিয়েছেন, এই পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, এই শ্রমিকরা বাইরে কাজে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের সহযোগিতার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। দুয়ারে সরকার শিবির থেকেও ওই শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ মিলেছে। এবার শুরু হচ্ছে বিশেষ অভিযান। অভিযান চলাকালীন প্রশাসনের কর্তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন। ইতিমধ্যে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজারের কাছাকাছি শ্রমিকের নাম সফলভাবে পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সচিত্র ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কাজ শুরু হবে আগামী পয়লা নভেম্বর বুধবার থেকে। ওইদিন খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। এই তালিকার ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন অভিযোগ ও দাবি জানাতে পারবেন সাধারণ নাগরিকেরা। যার শেষ দিন আগামী ৯ নভেম্বর বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের আগে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জাতীয় ও রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত মোট ৮ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। বিকেল ৩ টে এই মিটিং শুরু হওয়ার কথা। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে আগামী ৫ই জানুয়ারি।

শোরুমে ভয়াবহ আগুন, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সালানপুর: সালানপুর থানার অন্তর্গত সামডি গ্রামের এক দু'চাকার শোরুমে ভয়াবহ আগুন। ঘটনাটি ঘটে সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ। সামডিল হাট মোড়ের কাছে বিকে মোটরস নামের ওই শোরুমে আগুন লাগে। আগুন লাগার পর দোতলা পর্যন্ত ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শোরুমের বেশ কয়েক জন কর্মী কাজ করছিলেন, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

আগুনের লেলিহান শিখায় শোরুমের ভিতরে থাকা নতুন ও পুরনো গাড়ি এবং অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও ভয়াবহ রূপ নেয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও দমকল বিভাগকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনী ও সালানপুর থানার পুলিশ। একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করে। দোকানের মালিক ভোলা গরাই জানান, গাড়ির ব্যাটারি ব্লাস্ট করার ফলেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নতুন ও পুরনো গাড়ি মিলিয়ে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান শোরুম মালিক।

প্রতারণার অভিযোগে পুলিশের জালে এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অনলাইনে মোবাইল অর্ডার দিয়ে তা বাতিল করতে গিয়ে প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। অভিযুক্ত ধৃত ব্যক্তির নাম ইমরান খান। তাকে রবিবার ঝাড়গ্রামের সাইবার থানার পুলিশ হুগলির পাণ্ডুয়া থেকে গ্রেপ্তার করে। এদিন সোমবার তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত আগস্ট মাসে বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার মালিঞ্চার বাসিন্দা চিরন্তন সাঁতরা ঝাড়গ্রাম সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে অন লাইনে একটি মোবাইল অর্ডার দিয়ে তিনি তা পরে বাতিল করেছিলেন। এরপর তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ এক হাজার টাকা কাটা যায়। পুলিশ এই অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে।

মেট্রো রেলে সতর্কতা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০শে অক্টোবর থেকে ৫ই নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করছে মেট্রো রেলওয়ে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আরও একবার কর্মক্ষেত্রে সততা ও মেট্রোর সুরক্ষা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। রেড্ডি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি নির্মূলের উপর জোর দেন। তিনি সকলকে সতর্ক থাকতে এবং সততা ও সততার সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ডি'সিগনিয়া শোরুমে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ডিরেক্টর এবং ডিজাইন অ্যান্ড মার্কেটিং হেড মিসেস জয়ীতা সেন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন, আইজেএসএফ-এর যুগ্ম আহবায়ক মনোজ ঝা, সহ-আহ্বায়ক কমল সিংহানিয়া।

গোদরেজ লকস চালু করল 'মাই হোম সেফটি কোশেন্ট'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বার্ষিক ক্যাম্পেন 'হর ঘর সুরক্ষিত'-এর অঙ্গ হিসাবে ১৫ নভেম্বর হোম সেফটি ডে হিসেবে দিনটিকে পালন করতে চলেছে গোদরেজ লকস। একইসঙ্গে সপ্তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের মুখে গোদরেজ লকসের তরফ থেকে প্রকাশ করা হল 'মাই হোম সেফটি কোশেন্ট' নামে এক অনলাইন মূল্যায়ন ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে ভারতের নাগরিক থেকে ক্রেতারা অনলাইনেই বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজেদের বাড়ির সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নিরাপত্তার মূল্যায়ন করে ফেলতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে শ্যাম মোতওয়ানি, বিজনেস হেড অ্যাট গোদরেজ লকস অ্যান্ড আর্কিটেকচারাল ফিটিংস অ্যান্ড সিস্টেমস সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'লিভ সেফ, লিভ ফ্রি' নামে একটি সমীক্ষা চালানো হয় সংস্থার তরফ থেকে। তাতে আমাদের যে কটা প্রাথমিক উপলব্ধি হয়েছে তার অন্যতম হল, 'মানুষ বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে সুরক্ষা নিয়ে চিন্তার মধ্যে থাকছেন আর হোম সেফটির ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম অগ্রগণ্য ব্র্যান্ড হিসাবে আমরা বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের ভয় এবং দুশ্চিন্তাগুলো বুঝতে পারি। যেমন অনেক এলাকায় উৎসবের মরসুমেই সবচেয়ে বেশি অপরাধের ঘটনা ঘটে। এই কারণেই 'মাই হোম মাই সেফটি কোশেন্ট' 'জরুরি। ব্র্যান্ড হিসাবে আমরা সর্বদা আমাদের ক্রেতাদের বাড়ির নিরাপত্তার মূল্যায়নে সাহায্য করেছি এবং বাড়িতে সঠিক ধরনের লকিং সমাধান রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করেছি। এই সহজ মূল্যায়নের মাধ্যমে ক্রেতারা নিজেরা কতটা সুরক্ষিত তা নিজেই পরখ করতে পারবেন। হোম সেফটি কোশেন্ট নিজের বাড়ির ঠিক কোথায় কোথায় নিরাপত্তা আরও উন্নত করা দরকার সেটাও বুঝতে পারবেন।'

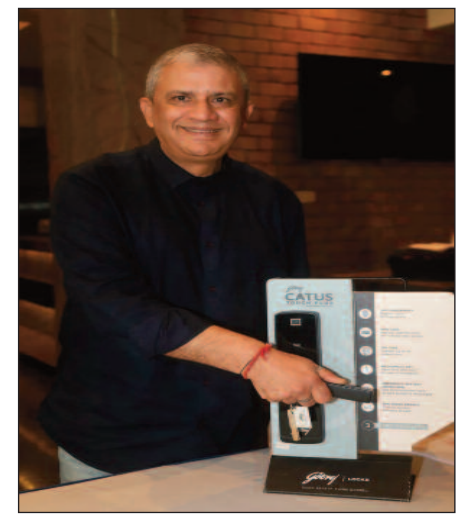

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ অক্টোবর ১৩ কার্তিক, ১৪৩০, মঙ্গলবার

জমি, বাড়ি, গাড়ি, হোটেল, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত বাকিবুরের উত্থান বাম জমানায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমানের গ্রেপ্তারির পর থেকেই সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, রেশনের সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি, সরকারকে সামগ্রী বিক্রির সময় ওজনে কারচুপি করে মাল কমা দেওয়া, সস্তার জিনিস জোগাড় করে চালিয়ে দেওয়া, এমন নানা বাঁকা পথে প্রচুর মুনাফা কামিয়েছে এই বাকিবুর রহমান। আর তারই জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তাঁর সম্পত্তি। শুধু তাই নয়, ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একাধিক তত্ত্বও উঠে এসেছে।

তবে যে তথ্য উঠে আসছে তা হল এই বাকিবুরের উত্থান বালু-জমানায় নয়, এই উত্থান হয়েছে আরও অনেক আগে থেকে। শোনা যাচ্ছে, ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্থান শুরু হয়েছিল বাকিবুরের। তখন রাজ্যে বামেদের রাজত্ব। সেই সময় থেকেই নিজের ক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছিল বাকিবুর রহমান। আর এই শুরুটা হয়েছিল মহম্মদ সিরাজ নামে এক ব্যক্তির হাত ধরে। আদতে এই মহম্মদ সিরাজ আবার বাকিবুরের আত্মীয় বলেও জানানো হয়েছে ইডি-র তরফ থেকে। এরপর তৈরি করে চালকল। সূত্রের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমের কয়েকজন নেতার সঙ্গেও বাকিবুরের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। একইসঙ্গে বাড়তে থাকে বাকিবুরের ব্যবসার বহর। চালকলের কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাকিবুর তৈরি করে ফেলে আটা কলও। সঙ্গে আরও বিভিন্ন ব্যবসা শুরু করে বাকিবুর। সূত্রের দাবি, বাম আমলেই খাদ্য দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল বাকিবুরের। এরপর সম্পত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে তাঁর। সম্পত্তি এতটাই বাড়ে যে ভিন রাজ্যেও হোটেল ব্যবসা শুরু করে এই বাকিবুর।

এরপর ২০১১-তে রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদল হয়। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এল তৃণমূল। তৈরি হল নতুন সরকার। তখনই খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের দাবি, আগে থেকেই ধীরে ধীরে সরকারি মহলে জমি প্রস্তুত করেছিল বাকিবুর। ক্ষমতা বদলেও নিজের জায়গা পোক্ত করতে অসুবিধে হয়নি, এমনটাই দাবি সূত্রের। কার্যত রকেট গতির উত্থান হয় বাকিবুরের। তার সম্পত্তির বহরে আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতরা নিশ্চিত ছিলেন শুধু চালকল ব্যবসা করে এত বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়া যায় না। জ্যোতিপ্রিয় জমানায় খাদ্য ভবনের বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে বলে সূত্রের দাবি।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমের কয়েকজনের সঙ্গে বাকিবুরের এককালে ঘনিষ্ঠতার ইস্যুতে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর বক্তব্য, 'সিপিএম বুঝতে পারে যে বাকিবুরের রহমানের কেস যত গভীরে যাবে, তত সিপিএমের নাম উঠে আসবে। তাই সিপিএম তড়িঘড়ি সবার আগে মিছিল করতে নেমে গিয়েছে। বোঝাতে চাইছে, তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা হল, ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি।'

আইসি-র ওপর চাপ না থাকলে জড়িতরা ধরা পড়বে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা থানার টিটাগর পুরানী বাজারে এক যুবকের মৃত্যুতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকে আঙুল উঠেছে। রবিবার দুই পক্ষের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে আকাশকুমার প্রসাদ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। ওই যুবক তৃণমূল সমর্থক বলেই জানা গিয়েছে। নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র টিটাগড়ের ঘটনা নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'যারা রাজনীতিতে কোনওদিন ছিল না। তারা রাজনীতিতে এসে অতীত ভুলতে পারছে না। এতে দলের ক্ষতি হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিকাশ সিং ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সোনু সাউ ও তার দলবলের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে খড়দা থানার আইসি রাজকুমার সরকারকে ধমকের পর ধমক দিতে দেখা গিয়েছে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়া কাউন্সিলর সোনু সাউকে। যদিও ঘটনায় জড়িতরা এখনও বেপাত্তা। সেই সংঘর্ষের মধ্যে পড়েই আকাশের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।

খড়দা থানার আইসি-র দক্ষতা প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'উনি একজন অ্যান্টি ক্রিমিনাল অফিসার। ওনার মেরুদন্ড সোজা আছে। ওনার ওপর চাপ না থাকলে ঘটনায় জড়িতরা ধরা পড়বেই।' দলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে সাংসদের প্রতিক্রিয়া, দলের কাজ দেখেন জেলা সভাপতি তাপস রায়। আর তিনি সাংসদ হিসেবে মানুষের কাজ করেন। সাংসদের কথায়, 'মৃত যুবক দলের সমর্থক ছিলেন। ওঁর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় খারাপ বার্তা পৌঁছেছে।' এদিকে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে থমথমে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। সোমবার বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা ছিল অন্যদিনের তুলনায় অনেক কম।

পুর নির্বাচনে অর্পিতাকে প্রার্থী করা নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন পার্থ-জ্যোতিপ্রিয়!

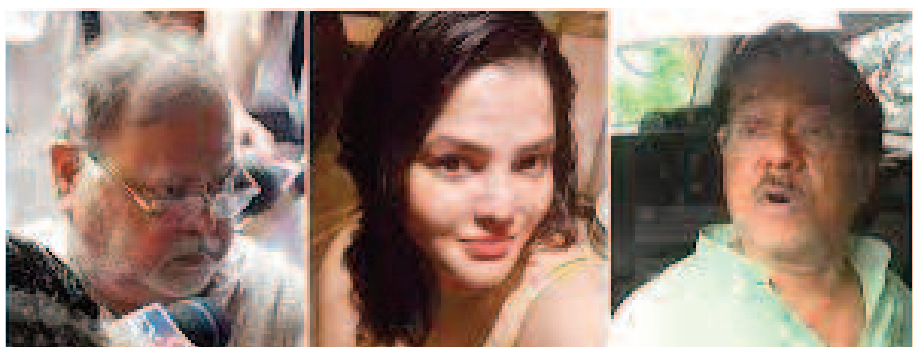

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল সরকারের আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেল হেপাজতে রয়েছেন পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও। এরই মধ্যে উঠে এল আর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুরভোটে বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে নাকি প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আর তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আর এই ইস্যুতে চরমে ওঠে সংঘাত। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিকে গত শুক্রবার ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছে পার্থ ও জ্যোতিপ্রিয়র দ্বন্দ্ব।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, ২০২২ সালে রাজ্যে যে পুরভোট হয়েছিল তাতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রার্থীদের নাম চেয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন পার্থ ও জ্যোতিপ্রিয় এই দুজনেই। সূত্রের খবর, সেই সময় কামারহাটির একটি ওয়ার্ড থেকে বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন পার্থ। কিন্তু পার্থর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় জ্যোতিপ্রিয়র কারণেই। জেলার থেকে তালিকা আসার পর একাধিক নাম বাদ দিয়েছিলেন পার্থ। সেই সময় অর্পিতার নাম বাদ দেন জ্যোতিপ্রিয়।

তা নিয়ে অশান্তিও হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই অর্পিতাকে প্রার্থী করার পরিকল্পনা করেছিলেন পার্থ। সেই কারণে কামারহাটির ভোটারও করেছিলেন পার্থ বান্ধবী অর্পিতাকে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

চিকিৎসার জন্য মেয়ের বাড়িতে এসে নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিকিৎসার জন্য মেয়ের বাড়িতে এসে নিখোঁজ এক প্রৌঢ়। নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার কুঠির পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৮০ বছরের মেঘনাথ ঘোষ শনিবার নৈহাটির পালবাগানে আসেন। রবিবার সকাল থেকে নিখোঁজ তিনি। সোমবার তাঁর মেয়ে মিঠু ঘোষ নৈহাটি থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন। শ্বশুরের নিখোঁজ নিয়ে জামাই কৌশিক ঘোষ জানান, বছর পাঁচেক আগে শ্বশুরের ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর থেকেই শ্বশুর নার্ভের সমস্যা ভুগছেন। শনিবার লক্ষ্মীপুজোর দিন শ্বশুর নৈহাটির পালবাগানে তাঁদের বাড়িতে আসেন। মঙ্গলবার কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসাপাতালে তাঁকে ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল। কিন্তু রবিবার সকাল সাড়ে সাতটার পর থেকে তিনি নিখোঁজ। কৌশিক বাবুর দাবি, তাঁর শ্বশুর কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

মেজাজ হারিয়ে স্ত্রীকে অস্ত্রের কোপ ৮৮ বছরের বৃদ্ধ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাম্পত্য কলহ! মেজাজ হারিয়ে ৬৩ বছরের স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ৮৮ বছরের স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম হয়েছেন প্রৌঢ়া জামিলা বেগম। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার কড়েয়া থানার তিলজলার শিবতলা লেনে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ভোর ৪ টে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত বৃদ্ধ মহম্মদ কাসেমকে পুলিশ আটক করেছে। তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর স্ত্রীর মাথা এবং মুখে একাধিক বার আঘাত করেন বলে অভিযোগ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্যহীন। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগে থাকত। তাই পারিবারিক বিবাদের কারণেই এই ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ঠিক কী নিয়ে দম্পতির মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল সেবিষয়ে এখনও স্পষ্ট নয়। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাটির সামগ্রিকভাবে তদন্ত করছে পুলিশ।

তালাবন্ধ ঘর থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার বাবনপুর এলাকায় তালাবন্ধ ঘর থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম সাধন শিকদার (৩৬)। সোমবাপ বিকেলে পুলিশ এসে ঘরের জানলা খুলে দেখেন যুবকের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ। তারপর দরজার তালা ভেঙে পুলিশ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনা নিয়ে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, কয়েকদিন আগে নদিয়ার চাকদহে শ্যালিকাকে কুপিয়ে পালিয়ে এসেছিল ওই যুবক। এমনটাই অভিযোগ ছিল। কিন্তু কীভাবে ওঁর মৃত্যু হল বলা সম্ভব নয়। কারণ, ঘর তালাবন্ধ ছিল। নির্মল বাবু বলেন, পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাজি বিলাসে এখনও নস্ট্যালজিক বাঙালি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বিংশ শতাধীর গোড়ার দিকে কলকাতার বাবুদের বাড়িতে বিনোদনের উপলক্ষ্য বদলের সঙ্গে কালীপুজোর দিন বাজি বিলাস হয়ে উঠেছিল এক সেরা আকর্ষণ। এই তালিকায় সবার আগে অবশ্যই আসতো ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ির কথা। বাজি পোড়ানো ঘিরে এমন মাতামাতি কলকাতা আগে বা পরে কেউ কখনও দেখেছেন বলে দাবি করতে দেখাও যায় না। শুধু ওই পরিবার নয়, উত্তর কলকাতার বহু বর্ষীয়ান বাসিন্দার মননে আতসবাজির সেই প্রদর্শনী দীপাবলির মতোই উজ্জ্বল।

সেই সময়ে এই বাজি পোড়ানোর যে তথ্যটুকু নানা ভাবে মিলেছে তাতে আলোর বাজির প্রাধান্যই ছিল বেশি। মূলত ব্যবহার করা হতো নানা ধরনের হাউই। যা হেমন্তের আকাশে আলোর ফুল-মালা হয়ে ছড়িয়ে ঝকমকে তারাগুলোকে যেন দুয়ো দিতো। আবার কখনও আলোর মালায় তৈরি হতো নায়াগ্রা ফলসের মতো নানা রঙের ঝরনা। ছাতু বাবুর বাজারের ছাদের মধ্যে রাখা হতো বাঁশের তৈরি কদম গাছের মতো কাঠামো, আগুন ধরাতেই এক একটা ফুল বাজি হয়ে সশধে ফুটে উঠতো। গাছ জুড়ে যেন আলোর কদমফুল।

এলাকার অনেকেরই এখন বয়সের ভারে যাঁদের চোখের ঔজ্জ্বল্য প্রায় নিভে এসেছে তাঁরা জানান, 'কালীপুজোর দিন আলো নিভে আসার পর থেকে ভিড় জমত ছাতুবাবু বাজারের অর্থাৎ অনাথনাথ দেবের বাজারের সামনে। ঠিক সন্ধে সাতটায় শুরু হতো এই বাজির খেলা। সবারই চোখ তখন আকাশের দিকে। যেন আকাশের বুকে কোনও এক মহাজাগতিক বিস্ময়ের সাক্ষী হতে চলেছেন তাঁরা। একদম প্রথমে বেশ কয়েকটা রকেট উড়ে গিয়ে আকাশের বুক ফুঁড়ে নীল রঙে লিখে দিত 'নমস্কার'। তারপর ছুটে যেত আশমান গোলা। এক একটা আশমান গোলা আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে বেরিয়ে আসতো মালা, তারা, সাপ। কখনও বা হুইসল বাজিয়ে অসংখ্য রকেট।'

এরপর ভারত-চিন যুদ্ধের পর পর আসে প্যাটন ট্যাঙ্ক, মিরাজ যুদ্ধবিমান। এগুলোর কাঠামোয় আগুন লাগালেই শুরু হত আলোর যুদ্ধ। প্যাটন ট্যাঙ্ক থেকে সারি সারি রঙিন রংমশাল জ্বলে উঠত। তার পর বেশ কয়েকটা রকেট ধেয়ে যেত মিরাজ যুদ্ধবিমান থেকে, পাল্টা কয়েকটা আগুনের গোলা ছুটত মিরাজকে লক্ষ্য করে। এ যেন ভারত-চিনের যুদ্ধ মানুষ সত্যিই প্রত্যক্ষ করতেন ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাজারের আকাশে। যুদ্ধ শেষ হতেই জ্বলে উঠত প্রায় ১০-১২ ফুট উচ্চতার রঙিন হাত চরকি। কোনওটা নীল, কোনওটা লাল আবার কোনওটা হলুদ। এই হাত-চরকি ঘোরার নিয়ম ছিল কখনও ক্লক ওয়াইজ। আবার কখনও অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ। এইভাবে বাজি পোড়ানো চলত প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। যখন লেখা হত অনাথনাথ দেব ট্রাস্ট তখন বুঝতাম খেলা এবার শেষ হল। বাজারের এই বাজির খেলা শেষ হলেই শুরু হত পাড়ার ছেলে ছোকরাদের বাজি পোড়ানো।'

তবে এলাকার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের মুখেই একটা কথা, বাংলার শিল্পকর্মের ছাপ থাকত এই সব আতসবাজিতে। সঙ্গে এও জানা গেল এই সব আতসবাজির অন্যতম কারিগর ছিলেন রামবাগানের ডোমেরা। বিশেষ জনপ্রিয় ছিল পাঁচু ডোমের বাজি। এখনও সবাই মনে রেখেছেন তাঁর মৌচাক বাজির কথা। সঙ্গে এও জানা গেল, এই পাঁচু কাজ করতেন রয়্যাল ইন্ডিয়া ফায়ার ওয়ার্কসে। তাঁর তৈরি সেই বাজি আগুনের ফুলকি হয়ে ছড়িয়ে পড়ত আকাশ জুড়ে, মৌচাকে ঢিল মারলে ঠিক যে ভাবে মৌমাছিরা উড়ে যায়।

তবে নানা কারণে ষাটের দশকে এই বাজি পোড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯৮১ সালে বাজারের শতবর্ষ উপলক্ষে আবার শুরু হলেও ২০০৩ সাল নাগাদ ফের এই বাজি প্রদর্শনী বন্ধ হয়।

কলকাতা গবেষক ডাঃ দেবাশিস বসুর কথায়, 'বহু বনেদি বাড়িতেই কালীপুজোয় বাজি পোড়ানোর রেওয়াজ ছিল। তবে জমকে-চমকে ছাতুবাবুদের ধারেকাছে কেউ ছিল না। সিকদার বাগানের সান্যালরাও বাজি তৈরি করে পোড়াতেন।' সিকদার বাগানের সান্যাল পরিবারের সদস্যরা জানান, 'আমাদের বাড়িতেই মালমশলা নিয়ে এসে তৈরি করা হত চার-ছয় থেকে আট ইঞ্চি ব্যাসার্ধের রকেট। যা উপরে গিয়ে ফেটে আট, দশ বা চোদ্দোটা প্যারাস্যুটে ভাগ হয়ে নীচে নেমে আসত। দূষণের কারণে কোনও প্লাস্টিক ব্যবহার করা হত না। ব্যবহার করা হত অস্ট্রেলিয়ান কাগজ।' কালীপুজো কাছে এলেই শুধু লাটুবাবু-ছাতুবাবুদের বাড়ির সদস্যদেরই নয়, এলাকাবাসীর অনেকেরই মনের আকাশ জুড়ে ফুটে ওঠে রং- বেরঙের আলো। চারদিক ছেয়ে যাওয়া বারুদের গন্ধটাও এখনও টের পান তাঁরা।

শীত এখনই নয়, হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা হেমন্তের বঙ্গে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, পূবালি বাতাসের হাত ধরে মেঘ ঢুকবে বঙ্গে। অর্থাৎ শীত এসে দরজায় কড়া নাড়লেও আগামী ১৫ দিন এ রাজ্যে সরাসরি শীত এসে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ২০ ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা থাকলেও এখনও শীত আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বরং আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগামী দিনে বেশ কিছুটা তাপমাত্রা বাড়তে পারে। অর্থাৎ শীতের আমেজ কিছুটা কাটবে। কারণ, উত্তর-পূর্বের হাওয়া বইছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে পূবের হাওয়া বইবে। এর ফলে জলীয় বাষ্প ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে। সেই কারণে কোথাও কোথাও মেঘলা আকাশ, কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। আগামী ৩ -৪ দিনে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। সকাল সন্ধ্যায় শীতের আমেজ অনেকটাই কমবে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ওড়িশা সংলগ্ন জেলা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার সকাল থেকেই রোদের তাপ বেশ কিছুটা কড়া হয়েছে। শুকনো গরম বেড়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, রাতের তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়বে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আবশুক্রবার থেকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে হেমন্তের বাংলা। শুক্রবারের পাশাপাশি শনিবারও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার কলকাতার তাপমাত্রা নেমেছিল ২১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সোমবার তা বেড়ে হয়েছে ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলিয়াস।

সম্পাদকীয়

মিলছে সরকারি বদান্যতা, ঋণখেলাপিদের স্বর্গরাজ্য

নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের' ঋণ মকুব করে দিয়েছে সরকার, সংসদে এমন তথ্য জানিয়েছেন স্বয়ং মন্ত্রী। এই যাবতীয় কুকর্মের শীর্ষে রয়েছে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই বড় মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, যাঁরা কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন, শাসক শিবিরের আশীর্বাদে তাঁরা দেশে-বিদেশে বহাল তবিয়তে দিনযাপন করছেন। অথচ নিজেদের অপকর্ম চাপা দিতে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দুর্নীতি করে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে পূর্বতন ইউপিএ সরকার। ব্যাঙ্কের আর্থিক ব্যবস্থার স্বাস্থ্য ফিরেছে তাঁর আমলে। নিজের ঢাক পেটাতে এ এক অদ্ভুত দাবি। মোদির এই দাবির মুখোশ খুলে গিয়েছে ট্রান্স ইউনিয়ন সিবিল-এর সমীক্ষা রিপোর্টে। এটা সেই প্ল্যাটফর্ম যেখানে নিয়মিত ব্যবধানে দেশের প্রায় সব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য 'আপডেট' করে। তার ভিত্তিতেই উঠে এসেছে, ২০১৯-এর মার্চ থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের থেকে ব্যাঙ্কগুলির প্রাপ্য বেড়েছে ১.২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এর অর্থ, গত চার বছর ধরে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ না করা ঋণের পরিমাণ প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকা করে বেড়েছে। হ্যাঁ, প্রতিদিন ১০০ কোটি টাকা। রিপোর্ট অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ঋণখেলাপের পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এই ঋণখেলাপিদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পলাতক (অভিযোগ) শিল্পপতি মেহুল চোকসির সংস্থা গীতাঞ্জলি জেমস, ইরা ইনফ্রা ইঞ্জিনিয়ারিং, আরইআই অ্যাগ্রো, এবিজি শিপইয়ার্ড ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী যে দাবিই করুন, তথ্য বলছে, ঋণখেলাপের তালিকায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে বলে বলে দশ গোল দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়েকটি ব্যাঙ্ক। দেখা যাচ্ছে, এই চার বছরে মোট ঋণের ৭৭.৫ শতাংশই নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে। একা স্টেট ব্যাঙ্কই ধার দিয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা। এখন ১০টি সরকারি ব্যাঙ্কের ঋণখেলাপিদের কাছে পাওনা হয়েছে দেড় লক্ষ কোটি টাকার বেশি। সেখানে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মিলিত ঋণদানের পরিমাণ ৫৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। রাজ্যগুলির মধ্যে এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। এই তথ্য প্রমাণ করে, রাষ্ট্রায়ত্ত কিছু ব্যাঙ্ক আসলে মোদি জমানায় ঘুঘুর বাসা হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কের আর্থিক কোমর ভেঙে দিতে পরিকল্পিত ব্যবস্থা চলছে সরকারি উদ্যোগে। এই পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায় সংসদে মন্ত্রীর দেওয়া ভাষণে। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নয়, বরং তাদের 'পাপ' ঢাকতেই সরকার যেন বেশি তৎপর। গত আগস্ট মাসে সংসদের বাদল অধিবেশনে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে সরকারের তরফে জানানো হয়, গত পাঁচ বছরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে নেওয়া ঋণের ১০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩২৬ কোটি টাকা মকুব করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, ভোটের আগে গরিবের গ্যারান্টার সাজতে যিনি মরিয়া সেই মোদি জমানাতেই ঋণখেলাপিদের সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে কেন?

শাশ্বত কথা

ব্যাকুলতা

কি জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, 'মা যাব।' আর সন্দেশ চায় না।যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই-তারই সঙ্গে যাবে।যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে। 'সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাব, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।' তিনি তো ধর্ম মা নন, তিনি আপনারই মা, ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আবদার কর। তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

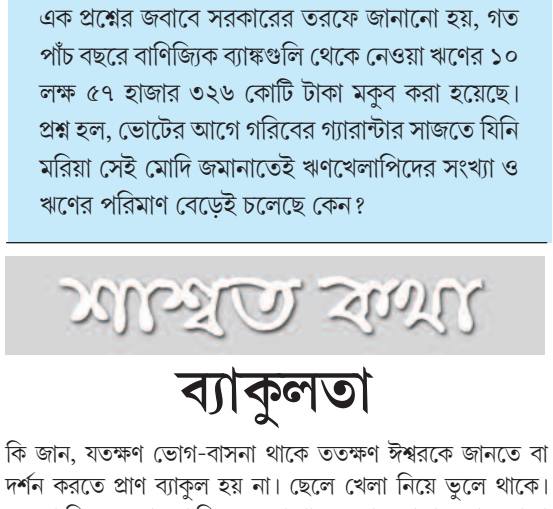

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

১৮৭৫ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*
১৮৯৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডুর জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পার্ণো মিত্রের জন্মদিন।*

ইন্দিরা গান্ধীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সমগ্র দেশ দূরদর্শনের পর্দায় চোখ রেখেছিল

প্রদীপ মারিক

১৯৮৪ সালের ৬ জুন, ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাড়ে ৭টার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। ভারতের অন্যান্য অংশে যখন সবাই দিন শুরুর প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখন 'আকাল তখত' খ্যাত শিখ মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ১০৫ মি.মি. অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক স্কোয়াশ হেড শেল বিশিষ্ট ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তারা চলেছে ইতিহাস বিখ্যাত, বলা ভালো কুখ্যাত অপারেশন ব্লু স্টার সফল করতে। সেনাবাহিনীর অবস্থান শিখদের প্রধান তীর্থস্থান অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে। মন্দিরের প্রধান দুটি ভবন দখল করে নিয়েছেন গোঁড়া এক শিখ গুরু, সন্ত জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে। শিখনেতা ভিন্দ্রানওয়ালের দাবি শিখদের জন্য আলাদা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড গঠন করা, সে ভূখণ্ডের নাম হবে 'খলিস্তান'। তার এই অন্যায় আবদার প্রতিহত করতে পাঁচ দিনব্যাপী যুদ্ধ করে প্রায় ৪৯২টি প্রাণের বিনিময়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার সংগ্রামে লিপ্ত হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। স্বর্ণমন্দির কমপ্লেক্সের পশ্চিমে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে আকাল তখত। মেজর জেনারেল ব্রারের পরিকল্পনা ছিল উত্তর এবং দক্ষিণ উইং ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন পদাতিক সৈন্যদের। আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরি ছিল সিএস গ্যাস। আগে থেকে সেনাবাহিনীর কোনো উইং সেখানে পৌঁছাতে পারে, এ চিন্তাটিকে খুব একটা আমলে নেয়নি শিখরা। যার কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুহুর্মুহু গোলাগুলির সামনে টিকে থাকার মতো ব্যাকআপ প্ল্যান তাদের ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত ঘণ্টা পরে সবকিছু যখন ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছিল, সেনাবাহিনীকে তখন ট্যাঙ্ক আর মেশিন গান নিয়ে মাঠে নামার আদেশ দেয়া হয়। দেখা মাত্রই গুলি ছোঁড়ার অনুমতি ছিল তাদের। আরও দুবার চেষ্টা চালানো হয় আকাল তখত দখল করার, কিন্তু শিখরা তখনো যথাসম্ভব যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হয় সে প্রচেষ্টা। ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে গেছে। ব্রার বুঝে গেলেন, সামনে দিয়ে আক্রমণ করে আর কোনো লাভ হবে না। কাজেই ট্যাঙ্কগুলোকে মূল অস্ত্র ব্যবহার করার আদেশ দেয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অগ্নিশিখা ঘিরে ধরল আকাল তখতের ভবনগুলোকে। বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে ভেঙে পড়তে থাকে ইটের গাঁথুনি। ধীরে ধীরে কমে গেছে ভেতরকার গোলাগুলির আওয়াজ, কিছুক্ষণ পরে থেমে যায় একেবারে। অপারেশন ব্লু স্টার ছিল ১ লা জুন থেকে ৮ ই জুন ১৯৮৪ সালের মধ্যে পরিচালিত একটি বৃহৎ ভারতীয় সামরিক অভিযান, যা ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে নেতা জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার জঙ্গি শিখ অনুসারীদের অমৃতসর, পাঞ্জাবের হরমন্দির সাহিব কমপ্লেক্সের ভবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অপারেশনে শিখদের দুটি পবিত্র মন্দির, স্বর্ণ মন্দির এবং অকাল তখতেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়। অপারেশনের ব্লু স্টারের পর থেকেই গোয়েন্দাদের বুঝতে পারে ইন্দিরা গান্ধীর জীবনের সংশয় আসতে পারে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থেকে শিখদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ভেবেছিলেন এতে জনসাধারণের মধ্যে তার শিখ বিরোধী ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করবে। তিনি

দিল্লি পুলিশকে তার শিখ দেহরক্ষীদের পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেন। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। কালো পাড় দেওয়া একটা গেরুয়া রঙের শাড়ি পড়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। দিনের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল পিটার উস্তিনভের সঙ্গে। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ওপরে একটা তথ্যচিত্র বানাচ্ছিলেন সেই সময়ে। আগের দিন ওড়িশা সফরের সময়েও তিনি শুটিং করেছিলেন। দুপুরে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেমস ক্যালিঘান আর মিজোরামের এক নেতার সঙ্গে। সন্ধেবেলায় ব্রিটেনের রাজকুমারী অ্যানের সম্মানে একটা ডিনার দেওয়ার কথা ছিল মিসেস গান্ধীর। তৈরি হয়েই ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসেছিলেন তিনি। দুটো পাউরুটি টোস্ট, মুসাম্বির জুস আর ডিম ছিল সেদিনের ব্রেকফাস্টে। জলখাবারের পরেই মেকআপ ম্যান তার মুখে সামান্য পাউডার আর ব্লাশার লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তখনই হাজির হন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার কে পি মাথুর। রোজ ওই সময়েই মিসেস গান্ধীকে পরীক্ষা করতে যেতেন তিনি। ঘড়িতে যখন ন'টা বেজে দশ মিনিট, ইন্দিরা গান্ধী বাইরে বের হলেন। বেশ রোদ ঝলমলে দিনটা। তবুও রোদ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আড়াল করতে সেপাই নারায়ণ সিং একটা কালো ছাতা নিয়ে পাশে পাশে হাঁটছিলেন। কয়েক পা পেছনেই ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব আর কে ধাওয়ান আর তারও পেছনে ছিলেন ব্যক্তিগত পরিচারক নাথু রাম। সকলের পেছনে আসছিলেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার, সাব ইন্সপেক্টর রামেশ্বর দয়াল। বাসভবনের লাগোয়া দপ্তর ছিল আকবর রোডে। দুটি ভবনের মধ্যে যাতায়াতের একটা রাস্তা ছিল। সেই গেটের সামনে পৌঁছে ইন্দিরা গান্ধী তার সচিব আর কে ধাওয়ানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেদিন গান্ধী তার বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিলেন না , যা তাকে অপারেশন ব্লু স্টারের পর সব সময় পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎই পাশে দাঁড়ানো নিরাপত্তাকর্মী বিয়ন্ত সিং রিভলবার বার করে ইন্দিরা গান্ধীর দিকে গুলি চালায়। প্রথম গুলিটা পেটে লেগেছিল। ইন্দিরা গান্ধী ডান হাতটা ওপরে তুলেছিলেন গুলি থেকে বাঁচতে। তখন একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বিয়ন্ত সিং আরও দুবার গুলি চালায়। সে-দুটো গুলি তার বুকে আর কোমরে লাগে। ওই জায়গার ঠিক পাঁচ ফুট দূরে নিজের টমসন অটোমেটিক কার্বাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সতবন্ত সিং। ইন্দিরা গান্ধীকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সতবন্ত বোধহয় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তখনই বিয়ন্ত চিৎকার করে সতবন্তকে বলে 'গুলি চালাও।' সতবন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্বাইন থেকে চেম্বারে থাকা ২৫টা গুলিই ইন্দিরা গান্ধীর শরীরে গেঁথে দিয়েছিল। সকাল সাড়ে ৯টায় গান্ধীকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নয়াদিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তাররা তার অস্ত্রোপচার করেন। ২-২০ টায় তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাহ করা হয় ৩ নভেম্বর রাজ ঘাটের কাছে, মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভ, শক্তিস্থল নামে একটি এলাকায় । রাজীব গান্ধী চিতা প্রজ্বলন করেন। দেশের জনগণ দূরদর্শনের পর্দায় তার অন্তেষ্টি ক্রিয়া দেখতে দেখতে তেজস্বিনী নারীর প্রতি চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ আজ বিস্মৃতপ্রায় এক নাম

শান্তনু রায়

আজ ৪৩তম প্রয়াণবার্ষিকী

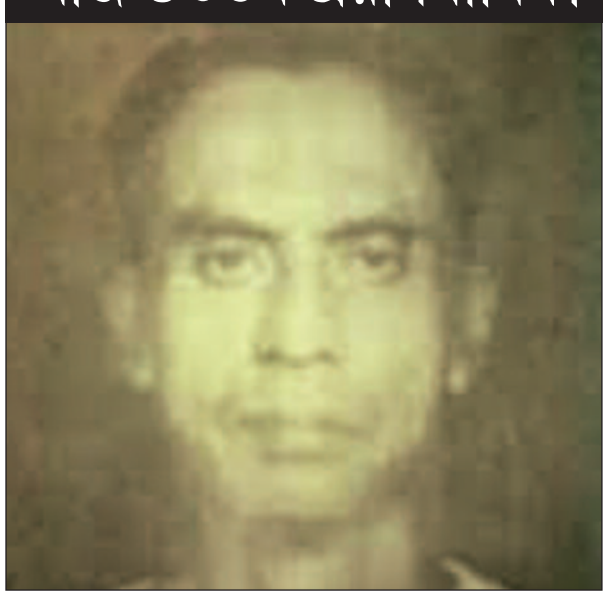

স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণের প্রায় এক বছর আগে ১৯০১ এ যখন ঢাকায় আসেন তখন দেশহিতব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়া কতিপয় তরুন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন যাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন— ভারতবর্ষকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে কারণ পরাধীন দেশকে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র সম্মান করবে না, তার কথাও শুনবে না।এবং আমার কথা শোন , ভারতবর্ষ অবশ্যই স্বাধীন হবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে এই ঘটনা রুখতে পারে। আমি বলছি শোন, সেই সময় আর বেশি দূরে নেই।

সেই সৌভাগ্যবান তরুনদের অন্যতম ছিলেন ১৭ বছরের হেমচন্দ্র ঘোষ। রাজনৈতিক জীবনের সে সূচনা পর্বের সময় বিবেকানন্দের সাথে সেই সাক্ষাৎ তাঁর জীবন গড়ে ওঠার এক মাইল ফলক। সেই তাঁর নিজের কথায়, সেই সাক্ষাৎই তাঁর জীবনের লক্ষ্য চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিল।

প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিশেষত আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল অবদানের মূল্যায়ন আজও যথার্থভাবে হয়নি। তিনি বেঁচে না থাকলেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের বাণীতে যে সঞ্জীবিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা-বিপ্লবীরা একথা আজ সর্বজনবিদিত। বাংলা ও বাংলার বাইরের বিপ্লবীরাও যে ছিলেন স্বামীজির বাণীতে গভীরভাবে প্রভাবিত-অনুপ্রাণিত তার উল্লেখ আছে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন নথিপত্রে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছাড়াও অন্যান্যদের এমনকি মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দের উপরও তাঁর সুবিশাল প্রভাব ছিল। আর ভাবীকালের বাংলার বিপ্লবী নেতা-ঢাকায় মুক্তি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষের জীবন যে কি গভীরভাবে বিবেক-বাণীতে প্রভাবিত আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত হয়েছিল তা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর রচনায়।

হেমচন্দ্র ঘোষের পৈত্রিক নিবাস ছিল বরিশালের বানারীপাড়ার গাভা গ্রামে। যদিও তাঁর বাবা মথুরানাথ ঘোষ ঢাকা আদালতের আইনজীবী ছিলেন। হেমচন্দ্রের জন্ম ১৮৮৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর ঢাকায়। তিনি ঢাকার জুবিলী স্কুলের ছাত্র থাকাকালীনই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন । তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা ও লাঠি খেলা অনুশীলন করতেন। উল্লাসকর দত্তের মাধ্যমে তাঁর যোগাযোগ হয় বিপ্লবী বারীন ঘোষের সাথে।

অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণায় ১৯০৫ সালে তিনি ঢাকায় গঠন করলেন গুপ্তসমিতি 'মুক্তি সংঘ' শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, গুনেন ঘোষ, রাজেন গুহ, মাখন চক্রবর্তী, খগেন দাস, বিভুতি বসু , নিকুঞ্জ সেন , সুরেন বর্ধন প্রমুখ সহযোগীদের নিয়ে। দলের বড়দা ছিলেন তিনি, আর হরিদাস দত্ত মেজদা। ১৯০৬ সালে কোলকাতা এলেন অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিন পাল প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে। হেমচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধবের আহ্বানেও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শোনা যায় মুক্তি সংঘ নামটি ব্রহ্মবান্ধবের পছন্দকৃত। মুক্তিসংঘের একটি শাখা কোলকাতার স্থাপনের উদ্যোগও হয়ছিল। ১৯০৮ এ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যা এবং ১৯১৪য় রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুণ্ঠন কাণ্ড সম্ভব হয় হেমচন্দ্রের পরিকল্পনা ও নির্দেশে। কিন্তু ১৯১৪ য়ই হেমচন্দ্র গ্রেপ্তার হন রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন মামলায়। ১৯১৮ সালে রাজবন্দী হিসাবে তাঁকে পাঠানো হয় হাজারিবাগ জেলে। এরপরও বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকার পর ১৯২০ সালে মুক্তি পেলে চলে আসেন কোলকাতায় এবং সক্রিয় হন গোপনে দল সংগঠনে। এক সময় তিনি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও সম্পাদক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯২৮ এ কোলকাতা কংগ্রেসেও তার বিশেষ ভুমিকা ছিল। কিন্তু বাইরে কংগ্রেস কর্মী হলেও আসলে তিনি ছিলেন মুক্তিসঙ্ঘের প্রাণপুরুষ। একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া সে খবর কারো জানা সম্ভব ছিল না- ছিল মন্ত্র 'মন্ত্রগুপ্তি'। ১৯২৬ এ মুক্তিসংঘের সদস্যদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'বেনু' যার সম্পাদক হন বিপ্লবী ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়। পরবর্তীকালে অবশ্য হেমচন্দ্র ও সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে সত্যরঞ্জন বক্সি পরিচালিত মুক্তি সংঘ ১৯২৮ এ সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এর সঙ্গে মিলেমিশে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা 'বি ভি' তে রূপান্তরিত হলে তার সর্বাধিনায়ক হন মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র। ১৯৩০ সাল নাগাদ হেমচন্দ্রের সক্রিয়তা প্রকাশ পায় দার্জিলিং এ বাংলার তদানীন্তন গভর্নর জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টায়। সে বছরের ডিসেম্বরে বিভির সদস্য বিনয় বাদল দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানেও ছিল হেমচন্দ্রের মস্তিষ্ক ও নিদান। ১৯৩০ সাল থেকে নতুন করে শুরু হওয়া সকল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ছিল হেমচন্দ্র ও তার বিভির সক্রিয় ভূমিকা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ এই ষোলো বছরের মধ্যে মাত্র দেড় বছর তিনি ছিলেন জেলের বাইরে।

তবে এমন একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলার হেমচন্দ্রের সাংগঠনিক দক্ষতা ও সুচারু কৌশল এর কথা বলতে গিয়ে অমলেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর 'বক্সা ক্যাম্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- ফল দিয়া বৃক্ষের পরিচয়, এই সঙ্কেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর প্রকৃত পরিচয় আপনারা পাইবেন।

প্রসঙ্গত ১৯৩৮ এ কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের সময় বাংলায় সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সক্রিয় হয়েছিল হেমচন্দ্রের নেতৃত্বে বিভি। ১৯৪০ এ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে তাঁর স্থান হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে আগে থেকেই বন্দী ছিলেন হেমচন্দ্র সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখরা। দেশের শৃঙ্খল মোচনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে সেখানে আলোচনা ও মন্ত্রণার এক সুযোগ উপস্থিত হয়-সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও হয়েছিল। হেমচন্দ্রের নিজের কথায়- প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তি পাইবার দিন (৫ই ডিসেম্বর ১৯৪০) পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ভাবী বিপ্লবের প্রচণ্ড সম্ভাবনা লইয়া আমার আলোচনা হইয়াছে। দেশ হইতে তাঁহার অন্তর্ধানের প্ল্যান আমরা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করি, তিনি তেমনি তাঁহার কার্যেও আমাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁর এই বক্তব্য থেকে সুপরিস্ফুট যে দেশের বাইরে চলে গিয়ে নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশ থেকে বৃটিশ বিতাড়নের সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা কোন আচমকা ঘটনা নয় কিংবা কোন 'মিসগাইডেড' প্যাট্রিয়টের আকাশকুসুম পরিকল্পনার একক সিদ্ধান্ত ছিল না। 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেভ্যলুশনারিজ' গ্রন্থের প্রণেতা উমা মুখার্জির অভিমতেও --The culminative effect of all these factors together with Sri Hem Chandra Ghoshós advice to Subhash in the Presidency Jail ultimately led Subhas Bose to take a firm decision to leave the country and to work from outside for the cause of Indian Independence.

যদিও আজাদ হিন্দ ফৌজের অতুলনীয় লড়াই-এ সাফল্য এলেও তা স্থায়ী হয়নি বিবিধ কারণে-যার অন্যতম বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির আকস্মিক ছন্দপতন ও প্রাকৃতিক বিরুপতা হলেও এও সত্য যে বিভিন্নশক্তির অপ্রচারে বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের একাংশ সর্বতোভাবে সাড়া দিতে পারেনি ইথার তরঙ্গে বারংবার ভেসে আসা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রনাঙ্গন থেকে মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ইতিহাসপুরুষের বলিষ্ঠ আহবান সত্ত্বেও। হেমচন্দ্র নিজেও এ পরিণতির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-খকিন্তু সমগ্র সংগ্রামী দেশবাসীর মত আমরাও তাঁহাকে (সুভাষচন্দ্র) যথাযথ সাহায্য দিতে পারি নাই। দেশ পিছাইয়া থাকিল বলিয়াই বিপ্লবের মাধ্যমে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আসিল না।

হেমচন্দ্রের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে ১৯৫৭য় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা তাঁকে ভুষিত করেছিল Prince among the Patriot অভিধায়। সেই জন্মোৎসভায়ই কলকাতার তৎকালীন মহানাগরিক মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন আবেগমথিত বাক্যে উচ্চারন করেছিলেন-I seek the blessings of Hemchandra personally as well as on behalf of the Bengali race so that they may not falter from the path of duty and devotion in pursuit of their Ideal . I am an ardent believer in the youth of Bengal as a living force and given guidance and leadership they are sure to pursue in right earnest the task and traditions bequeathed to them by sages like Hemchandra."

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বিপ্লবীস্বদেশীদের স্বদেশকে দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন 'বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের সান্নিধ্যধন্য হেমচন্দ্র এভাবে- দেশকে আমরা 'মা' বলি কেন জান? মা'র চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা বেশি ভালবাসি না বলে। দেশকে মা'র মত ভালোবাসলেই মা'র শত্রুদের মত দেশের শত্রুদেরকেও আমরা নির্মম হস্তে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতসরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তাম্রপত্র গ্রহণে অস্বীকৃত অগ্নিযুগের এ বীর সন্তানের জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯৮০ সালের ৩১শে অক্টোবর কোলকাতায়।

আজ সেই ৩১শে অক্টোবর, সেই বিপ্লবী তাপসের ৪৩তম প্রয়াণবার্ষিকীতে নিবেদিত হোক শতকোটি প্রণাম।

ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ব্যবসায়ীর গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলির চালানোর অভিযোগ। চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্পাঞ্চলজুড়ে। সোমবার প্রকাশ্য দিবালোকে আসানসোলের ১৯ নং জাতীয় সড়কে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল।

জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াইয়ের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় মোটরবাইকে আসা একদল দুষ্কৃতী। ব্যবসায়ী অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যান। তবে একটি গুলি তাঁর কালো ফরচুনার গাড়িতে লাগে। তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা কমপক্ষে ৪ রাউন্ড গুলি চালায় বলে ব্যবসায়ীর অভিযোগ। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে আসানসোল উত্তর থানার কন্যাপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত ১৯ নং জাতীয় সড়কে চন্দ্রচুড় মোড়ের কাছে একটি হোটেলের সামনে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পুলিশ ঘটনার অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যে গাড়িতে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি লাগে, সেই গাড়িটি পুলিশ আটক করেছে। সেই গাড়ির ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসেন আসানসোল পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা আসানসোল উত্তর ব্লক তৃণমুল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অর্জুন মাঝি।

তিনি দাবি করেন, কেন এইভাবে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। ওই এলাকায় জোর করে জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই জমি দখল করে নেওয়ার সঙ্গে গুলি চালানোর ঘটনার যোগ রয়েছে। যে হোটেলের সামনে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে তা সেখানে লাগানো সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। পুলিশ সেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী দীনেশ গড়াই আসানসোল উত্তর থানার ১৯ নং জাতীয় সড়কের চন্দ্রচুড় মোড়ের কাছে একটি হোটেলে এদিন দুপুরে নিজের গাড়ি নিয়ে খাবার নিতে আসেন। তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গীও ছিলেন। খাবার নিয়ে গাড়িতে উঠে ওই ব্যবসায়ী যখন সামনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে বেশ কয়েকটি মোটরবাইক আসে ও পথ আটকায় বলে অভিযোগ। কিন্তু চালক গাড়ি না থামানোয় মোটরবাইকে আসা দুষ্কৃতীরা গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরপরেও চালক গাড়ি না থামিয়ে এগিয়ে চলে যান বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী জমি কেনাবেচার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর দাবি, তিনি জমির ব্যবসা করেন না। তাঁর জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্সের ব্যবসা আছে। এই প্রসঙ্গে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) কুলদীপ সোনেয়াল জানান, আসানসোল উত্তর থানায় এই ঘটনা নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে এফআইআরও করা হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি শুট আউটের ঘটনা ঘটে আসানসোল শহরে। ভরসন্ধ্যায় আসানসোল শহরে জিটি রোডের ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ লাইনের অদূরে সেনরেল রোডের হোটেলের লবিতে ঢুকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করে হোটেল মালিক অরবিন্দ ভগৎকে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর গত ১ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানে জাতীয় সড়কে কয়লা ব্যবসায়ী রাজু ঝাঁকে ভরসন্ধ্যায় গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা।

এই ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই আবার আসানসোলের জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের চাঁদা মোড়ের অদূরে বোগড়ার কালি মন্দিরের কাছে একটি স্করপিও গাড়ির ভেতর থেকে গুলিবিদ্ধ এক বিজেপি নেতার দেহ উদ্ধার হয়। তিনি আসানসোল পুরসভার ৩৩ নং ওয়ার্ডের বিজেপির কনভেনার ছিলেন। গাড়ির কাছে রাস্তায় পড়েছিল একটি খালি কার্তুজ।

সাম্প্রতিকতম শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে গত ১১ অক্টোবর আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়ি এলাকায়। ইসিএলের ঠিকাদার তথা সুদের কারবারি এলাকার বাসিন্দা শম্ভুনাথ পণ্ডিত বাড়ি বাইরে রাস্তায় একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন মোটরবাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাতির আক্রমণে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ বিঘার পর বিঘা জমির ধান, হাতির দলটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না করা থেকে সরকারি ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধে সামিল হলেন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জ এলাকার বৃন্দাবনপুর বিটের বাঁদরকোন্দা গ্রামের মানুষ। সোমবার ওই গ্রামের মানুষ বাঁকুড়া-বর্ধমান ভায়া সোনামুখী-বেলিয়াতোড় রাস্তার ওপর বাঁদরকোন্দা মোড়ে পথ অবরোধ করেন। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে এই অবরোধের জেরে আটকে পড়েন অসংখ্য যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে বড়জোড়া রেঞ্জের পাবয়া মৌজায় ৪টি, সাহারজোড়ায় ১টি, বেলিয়াতোড় রেঞ্জের সরগড়াতে ২৫টি মিলিয়ে মোট ৬৯টি হাতি রয়েছে। অবরোধকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে তাঁদের গ্রামের ধান জমিতে অবাধে হামলা চালাচ্ছে, হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বিঘার পর বিঘা ধান জমি। বন দপ্তরের কাছে অবিলম্বে হাতির দলটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানানো হলেও, কাজ হয়নি। চাষাবাদ করেই তাঁদের সংসার চলে। এই অবস্থায় দৈনন্দিন সংসার খরচ থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ কী ভাবে চালাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

ফলে হাতির দলটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ও দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধে তাঁরা সামিল হয়েছেন বলে জানান। পরে খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে যান বন দপ্তরের আধিকারিক ও বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। তবে সেখানে বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসার মহিবুল ইসলামকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পরে বন দপ্তর ও পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায় বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Paschim Medinipur.

Probate Case No. 36/2022

শ্রীমতী মৌসুমী সরকার দীং ....দরখাস্তকারিগন।

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত সেখপুরা মৌজার অধিবাসী সর্বসাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনে মীরা মজুমদার স্বামী - সদানন্দ মজুমদার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গত ইং- ২০/০৬/২০০২ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত মীরা মজুমদার জীবিতা অবস্থায় সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২১.০৬.১৯৯৯ তারিখের উইল মূলে প্রবেট গ্রহনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং উক্ত মোকর্দ্দমার পরবর্ত্তী দিন আগামী ইং 06/12/23 তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে। এতদ্ বিষয়ে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ইং- 06/12/2023 তারিখের মধ্যে বা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরণ ঃ- জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, মৌজা- সেখপুরা, জে. এল.নং- ১৭২, সি. এস খতিয়ান নং- ৭, পুরাতন খতিয়ান নং- ৫/১, ৫/৩, ৫/৫, ৫/৬, ৬/২, ৬/৩, ৬/৫ এবং হাল খতিয়ান নম্বর- ৬/৬ । সি. এস ১৭১ দাগে ৮কাঠা বা ৫৭৬০ বর্গফুট জমি মায় তদস্থিতপোক্তা স্ব-সাজ দ্বিতল পোক্তা গৃহ।

অনুমত্যানুসারে, **19.10.2023**
Tapas Ranjan Chakraborty সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,পশ্চিম মেদিনীপুর

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (০১৩৫৯)
এসবিআই রামরাজাতলা শাখা
রাম চরণ শীট রোড, রামরাজাতলা,
হাওড়া: ৭১১১০৪, ই-মেল: sbi.01359@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : মৌসুমি দত্ত

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৩.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৩৫.৪৩০ গ্রাম নিট ওজন ৩০.০০০ গ্রাম	২টি চুড়ি
২.	০৩.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১২.০৭০ গ্রাম নিট ওজন ১১.০০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
৩.	০৩.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১১.৬৮০ গ্রাম নিট ওজন ১০.০০০ গ্রাম	২টি কানের দুল (টপ)
৪.	০৩.১১.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১০.২২০ গ্রাম নিট ওজন ৯.০০০ গ্রাম	২টি কানের দুল ঝুমকা

স্থান: হাওড়া, রামরাজাতলা, তারিখ: ৩১/১০/২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, ২২৩০৬৮২৫
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নার, আশ্রম রোড,
আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, ফোন: ২৬৫৭ ৮৮৬৩, ২৬৫৭ ৮২০১/ ২৬৫৭ ৯৭৫০
ফ্যাক্স: ০৭৯-২৬৫৭৬৬১৯, ২৬৫৮০২৮৭ ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com
ওয়েবসাইট:www.frontlinecorporation.org CIN NO : L63090WB1989PLC099645

নোটিশ

এতদ্দ্বারা ২০১৫ সালের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ অধীনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৩ নিম্নোক্ত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে,

১) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের এবং ২য় তিনমাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন।
২) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ছয় মাস এবং ২য় তিনমাসের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের সীমিত পর্যালোচনা।
৩) অন্য কোন বিষয়ে চেয়ারম্যানের অনুমতি সাপেক্ষে।

ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ

কোম্পানির শেয়ারসমূহ ডিরেক্টর, প্রমোটার, ডেজিগনেটেড পার্সন এবং ডিরেক্টরগণের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, প্রমোটার, ডেজিগনেটেড পার্সন, এবং তাদের ঘনিষ্ঠগণ কর্তৃক শেয়ার লেনদেনের উইন্ডো ১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন অর্থিক ফলাফল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ২য় তিন মাসের ঘোষণার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে।

ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের তথ্য স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলিতে) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জানানো হয়েছে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখ: ৩০.১০.২০২৩ **সুরেশ কুমার বর্মা**
স্থান: আমেদাবাদ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

সিউড়ি দুই নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে আদিরা পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘের লক্ষ্মীপুজো এবার ৩৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবার থিম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ২৫ ফুটের লক্ষ্মী প্রতিমা দেখতে এদিন দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, বসেছে মেলাও।

আরামবাগের মলয়পুর পঞ্চায়েতে টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ডেপুটেশন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ ব্লকের মলয়পুর এক নম্বর পঞ্চায়েতে। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের টেন্ডারে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত সদস্যরাও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়। এদিন বিক্ষোভকারীদের মূলত দাবি ছিল, স্বচ্ছভাবে টেন্ডার করতে হবে। পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই টেন্ডার করতে হবে। অভিযোগ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান তা না করে নিজের ইচ্ছামতো টেন্ডার করছেন। পঞ্চায়েতে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে না। সেই অভিযোগ উড়ে দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। উল্লেখ্য এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৭টি আসন। তার মধ্যে তৃণমূল ৯টি ও বিজেপি ৮টি আসনে জয়যুক্ত হয়।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান রাজীব সাঁতরা তাঁদের সঙ্গে কোনও কিছু আলোচনা ছাড়াই এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তারই প্রতিবাদে এদিন তাঁরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। অপরদিকে মলয়পুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজীব সাঁতরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। আইন মেনে পঞ্চায়েত সদস্যেদের সঙ্গে আলোচনা করে রেজুলেশন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবারে টিকটিকি উদ্ধারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবারে টিকটিকি উদ্ধারের অভিযোগ। আতঙ্ক ছড়াল বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের বাঁদরডিহা আইসিডিএস কেন্দ্রের অভিভাবক থেকে শুরু করে শিশুদের মধ্যে।

পুজোর ছুটির পর সোমবার থেকেই আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে রান্না ও পঠনপাঠন শুরু হয়। এদিন এই কেন্দ্রের রান্না করা খিচুড়ি বাড়ি নিয়ে যান শিশু ও অভিভাবকরা।

অভিযোগ, এক উপভোক্তার নজরে আসে খিচুড়ির মধ্যে টিকটিকি। নজরে আসতেই খবর চাউর হয়ে যায়। গ্রামবাসীদের দাবি, অনেক শিশু ও মায়েরা এই খাবার খেয়েও নেন। আবার অনেকেই খবর পেয়ে সেই খাবার আর খাননি। এদিকে খাবার খেয়ে বেশ কিছু শিশুর বমি শুরু হয়।

জানা গিয়েছে, ঘটনায় ১২ জন শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এলাকার মানুষ ও অভিভাবকদের অভিযোগ, পুজোর ছুটির পর আইসিডিএস সেন্টার ও রান্নাঘর পরিষ্কার না করেই রান্না করেন কর্মীরা। আর পরিষ্কার না থাকার কারণেই খাবারে টিকটিকি পড়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আইসিডিএস কর্মীর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা। এই সেন্টারের আইসিডিএস কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগও সামনে আনলেন অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজন। যদিও আইসিডিএস কর্মী ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেননি।

বাইক আরোহী মুদি দোকানের দরজা ভেঙে ঢোকায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে রাস্তার ধারে একটি মুদিখানা দোকানের টিনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেলেন দুই বাইক আরোহী। তড়িঘড়ি দুই বাইক আরোহীকে আরামবাগ হাসপাতালে উদ্ধার ভর্তি করা হলে, সেখানেই সোমবার মৃত্যু হয় ওই দু'জনের। তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাধবডিহি থানার উচালন দীঘিরকোন এলাকায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ ও মাধবডিহি থানার পুলিশ জখম দুই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে আরামবাগ হাসপাতালে পাঠান। মৃত দুই যুবকের নাম তুষার রায় (২৩), বাড়ি একলক্ষ্মীর সাঁকো এলাকায়। অপরজনের নাম সুভাষ পণ্ডিত (২২), বাড়ি বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার বামনিয়া দক্ষিণপাড়া এলাকায়। এলাকাবাসী তরুণ দত্ত জানিয়েছেন, রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বামনিয়ার দিক থেকে একটি মোটর সাইকেলে দু'জন প্রচণ্ড গতিতে এসে উচালন দীঘিরকোন মোড়ে একটি বন্ধ মুদিখানা দোকানের ভিতরে দরজা ভেঙে ঢুকে যান। দোকানের সিমেন্টের পিলার পর্যন্ত ভেঙে যায় ধাক্কার জোরে। আওয়াজ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। মদ্যপ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তাঁর।

তৃণমূল কর্মীর দেহ ও সুইসাইড নোট উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা: মৃত তৃণমূল কর্মী অভিজিৎ অধিকারীর বাড়িতে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে লেখা চার অভিযুক্তের মধ্যে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত তিন তৃণমূল কর্মী। পুলিশ সূত্রে খবর, তিন অভিযুক্তের নাম প্রবীর অধিকারী, বিশ্বজিৎ অধিকারী ওরফে পুচকে ও তাপস অধিকারী। রবিবার রাত্রিবেলা তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার তিনজনকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। তবে অভিযুক্ত বুদ্ধদেব বাগ এখনও পলাতক। যদিও, তাপস অধিকারীর দাবি, তাঁকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি সবসময় মানুষের সঙ্গে থাকেন। কোনও ভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

প্রসঙ্গত, নবমীর রাত্রিবেলা স্থানীয় একটি পুজো মণ্ডপে গিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী অভিজিৎ অধিকারী। মগরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গজঘণ্টা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকা তাঁর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। তাপস অধিকারী ওরফে ভুটানের নেতৃত্বে অভিজিতকে মারধর ও হেনস্থা করেন প্রবীর অধিকারী,

বিশ্বজিৎ অধিকারী ওরফে পুচকে ও বুদ্ধদেব বাগ। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন তিনি। সুইসাইড নোট লিখে রেখে যান। ইমামবাড়া হাসপাতালে দেহ ময়নাতদন্তের পর রবিবার রাতে গজঘণ্টায় দেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন মৃতের পরিজন ও এলাকাবাসী।

ঠাকুরনগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও সম্প্রসারণের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার ঠাকুরনগর স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম তৈরির শিলান্যাস ও এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণের কাজের শিল্যান্যাস কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। এই উপলক্ষে ঠাকুরনগরে স্টেশনে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর ও জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর,শিয়ালদার ডিআরএম দীপক নিগম সহ রেলের আধিকারিকরা।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্ম ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্যের হবে। আগের দুটো প্ল্যাটফর্মও সম্প্রসারণ করে ৬০০ মিটার করা হবে, যাতে ২৪ কোচের ট্রেন ঠাকুরনগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। নতুন ট্রেন চালু করা যেতে পারে। প্ল্যাটফর্মে শেল্টার,যাত্রীদের বসার জায়গা, ওয়াটার বুথ করা হবে। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একটি ফুট ওভার ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটি ভিআইপি লঞ্জ গড়ে তোলা হবে। গোটা প্রকল্পের খরচ হবে ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। শিয়ালদার ডিআরএম দীপক নিগম জানান, এই প্রকল্প রূপায়ণ হলে ঠাকুরনগর এলাকার অর্থনীতির উন্নতি হবে।

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা ব্রাঞ্চ (১৭৮৯৯)
৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩, ই-মেল : sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ সন্ধ্যালয়া অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং সি২-২০/৮০, কুমার পাড়া রোড, থানা - মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪১ গ্রাম এবং পো. সুভাষগঞ্জ, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪ **আরও :** গ্রাম - নসরতপুর, কাটাবাড়ি, সাতঘরা, পো. সুভাষগঞ্জ, থানা - রায়গঞ্জ, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩১৩৪	শিডিউল 'সি' **অংশ - ১ :** দায়বদ্ধতার প্রকৃতি : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দাখিল মারফত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** **দলিল নং** -১-৭০০৯/২০১৭, **মালিক :** শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), পরিমাণ কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ (দুই) বেড রুম, ১(এক) কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টয়লেট, অবস্থিত মৌজা- মহেশতলা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৬৩, তৌজি নং ৬৬, সাবেক দাগ নং ১৪২৩/১৬৭৪, এলআর খতিয়াননং ৩৬৯৪, থানা -মহেশতলা, মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং -সি২-২০/৮০, কুমার পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২২ অধীন, কলকাতা- ৭০০১৪১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : **উত্তরে :** অজিত ভট্টাচার্যর জমি, **দক্ষিণে :** অধ্যাপক দেবল রায় এর দাগ নং ১৬৭৪ জমি, **পূর্বে :** শৈলেন ঘড়ুইয়ের জমি, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.০৯.২০২৩ এনপিএ তারিখ ১৬.০৯.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন : এ/সি নং : ৩৭০৫০৬৪৫৮৯৯ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৩৭০৫০৬৫১৩৩৬ (**৭,৭৮,৩৫৮ টাকা** (সাত লাখ আটাত্তর হাজার তিনশো আটান্ন টাকা) ১৮.০৯.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ চুক্তির হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ আদায় ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২.	**ইরফান খান এবং আফরিন নাজ** ৬/সি/এইচ/৫ কনভেন্ট লেন পো. এবং থানা - ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫ **এবং** প্রেমিসেস নং ২০ সোনামুখী রোড, ভূত নাথ অ্যাপার্টমেন্ট ৩য় তল, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১ **আরও :** বি/৫/এইচ/৬ মতিঝিল লেন, হাজরা মসজিদের নিকট, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৫	শিডিউল 'সি' **অংশ - ১ :** দায়বদ্ধতার প্রকৃতি : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দাখিল মারফত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬০৪-২০২২ পৃষ্ঠা ২৫৭২২০ থেকে ২৫৭২৫২ দলিল নং ১৬০৪০৮১৬৪- ২০২২ সালের জেলা সাব-রেজিস্ট্রার -২ অফিস, ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ অধীনে সম্পাদিত। **প্রথম শিডিউল উল্লেখ্য উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ৩য়তলে,সামনের অংশে পরিমাণ কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া লিফট সুবিধা ব্যতীত, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, খোলা কিচেন, ২ টয়লেট, জি-৩ তলা ভবনে নির্মিত শিডিউল 'এ' উল্লিখিত সম্পত্তিতে অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২০, সোনামুখী রোড, কলকাতা- ৭০০০৬১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** খোলা জায়গা/ শ্রী শাউ এর ভবন, **দক্ষিণে :** অন্যান্যের ফ্ল্যাট/শ্রী শশী নস্করের পুকুর, **পূর্বে :** সিঁড়ি, অন্যান্যের ফ্ল্যাট/নিতাই মাইতির ভবন, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা/সোনামুখী রোড সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১২.১০.২০২৩ এনপিএ তারিখ ০৯.১০.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন : এ/সি নং : ৪১১৩৪১২৫৩১০ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪১১৩৪০৮৩৬১৬ (**১৭,৭৭,৬১৪ টাকা** (সতের লাখ সাতাত্তর হাজার ছশো চোদ্দ টাকা) ১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ চুক্তির হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ আদায় ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৩
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী আদ্যানাথ ঘোষ শাখা : আটঘরা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৮.৫০ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- গৌরাঙ্গপুর, জেএল নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ১৭, এলআর দাগ নং ১২৯, রামমোহন ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খানাকুল, উল্লেখ্য দলিল নং ২৮৬৮-২০১১ সালের তারিখ ১৩.০৭.২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ৪৪৮৪ থেকে ৪৫০০ অনুযায়ী আদ্যনাথ ঘোষের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জয়দেব নাগের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মণিমোহন ঘোষের সম্পত্তি, **পূর্বে :** মাধবীলতা ঘোষের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৮,০০,০০০ টাকা ঘ) ৮০,০০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50378654430 ছ) ৮,২৪,২৫৯.০০ টাকা
২.	**মেসার্স অনিষা হার্বাল ইন্ডিয়া শাখা : পান্ডুয়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- পান্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০৭, এলআর দাগ নং ৪১১৭, পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- পান্ডুয়া,জেলা -হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পান্ডুয়া, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৬০২৯৮৯-২০১৮ তারিখ ২০.১২.২০১৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৩৪০৬ থেকে ৫৩৪২৬, অনুযায়ী রুকসানা বিবির নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মহ আলি হোসেন এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** কংক্রিট রোড, **পূর্বে :** শেখ মঞ্জিলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** কংক্রিট রোড সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১৪,৪৯,০০০ টাকা ঘ) ১,৪৪,৯০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50506180430 ছ) ১১,৯৪,৩২২.০০ টাকা
৩.	**শ্রী অভিজিৎ বাগুই শাখা : বারুইপাড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা-মাধবপুর, জেএল নং ৭৪, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪৬৪/১, সাবেক দাগ নং ১২৩৬, হাল দাগ নং ১৩১৭, বাকসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩৫১-২০১১ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬০৫ থেকে ১৬১৪, এডিএসআর জনাই, অনুযায়ী অভিজিৎ বাগুইয়ের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সৃষ্টি ধর বাগুই এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অজিত বাগুই এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** পূর্ণ ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ১৬,২৩,০০০ টাকা ঘ) ১,৬২,৩০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB6850297668 ছ) ১৩,৮৭,৪৬০.০০ টাকা
৪.	**মেসার্স সন্তোষীমাতা ইলেক্ট্রনিকস শাখা : তারকেশ্বর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ১ শতক কমবেশি কমবেশি এবং জিসিআই সিটের ঢাকা পরিমাণ ৩৬০ বর্গফুট কমবেশি এলাকা অবস্থিত মৌজা- কুলটেঘড়ি,জেএল নং ৪, আরএস দাগ নং ১৪৭ (এলআর দাগ নং ১৫২), এলআর খতিয়ান নং ৮১৭, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-তারকেশ্বর,জেলা-হুগলি, পব, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৭২২ -২০০৩ তারিখ ২৪.১১.২০০৩ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬৩, পৃষ্ঠা ৪৯ থেকে ৫৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, হুগলি, পব, অনুযায়ী শ্রী সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামী পিতা- প্রয়াত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় ওরফে গোস্বামীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** কালীপদ কোলের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** অনঙ্গ মুখার্জির সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** অনঙ্গ মুখার্জির সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৯,৯৫,০০০ টাকা ঘ) ৯৯,৫০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50100845501 ছ) ২০,০৭,৪২৪.০০ টাকা
৫.	**মেসার্স সুভাষিনি মুড়ি ফ্যাক্টরি শাখা : শেওরাফুলি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক শপ (দোকান) পরিমাণ ৫ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা-নালিকুল, জেএল নং ১৪৭, এলআর দাগ নং ৬০/৬৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪, নালিকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,বড়গাছিয়া, থানা- হরিপাল,জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল উল্লেখ্য দান দলিল নং ১০৬-২০১১ সালের তারিখ ১১.০১.২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৪৪৬ থেকে ১৪৭৩, অনুযায়ী শ্রী প্রদীপ দে'র নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** চূড়ামণি দে এর খালি জমি, **দক্ষিণে :** ১২ নং শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর রোড, **পূর্বে :** ধর্মশালা, **পশ্চিমে :** চূড়ামণি দে এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) না গ) ৪০,০০,০০০ টাকা ঘ) ৪,০০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) IDIB50436489628 ছ) ২৮,৯৯,৫৭৭.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ, রোগী মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চরম বিক্ষোভ দেখালো রোগী ও তাদের আত্মীয়েরা। এমনকী মেডিক্যাল কলেজের একটি বিভাগে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। সোমবার রাতে এই ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। রাতেই এই ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার আইসি আশিস দাস। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃতের রোগীর পরিবারের অভিযোগ, সামান্য পথ দুর্ঘটনায় সাহিল শেখ নামে এক যুবক আহত হয়ে রবিবার দুপুরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। ওই রোগী পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছিল। কিন্তু এদিন রাতে আচমকায় সাহিল শেখের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয় মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সঠিক সময়ে চিকিৎসক

আসেনি। নার্সের ভুল ইনজেকশন দেওয়ার ফলেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আর তারপরেই শুরু হয় চরম উত্তেজনা।

পুলিশ ও মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সাহিল শেখ (২২)। তার বাড়ি মালদা শহরের মীরচক এলাকায়।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রবিবার দুপুরে সামান্য পথদুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল সাহিল শেখ। মাথায় সামান্য আঘাত পেলেও সে অনেকটাই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। সোমবার সাহিল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে চেয়েছিল। কিন্তু রাতে ওই রোগীকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তারপর থেকেই সে ছটফট করতে থাকে। পরিবারের লোকেরা চিকিৎসক ও নার্সদের ডাকাডাকি করেও পায়নি। এর পরই রাতে সার্জিক্যাল বিভাগেই মৃত্যু হয় সাহিল শেখের। আর তারপরেই শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা। মৃতের এক আত্মীয় মহম্মদ সামিজুদ্দিন শেখ জানিয়েছেন, যে নার্স সাহিলকে ইনজেকশন দিয়েছিল তিনি ডিউটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওই নার্সের ভুলের জন্যই আমাদের রোগীর মৃত্যু হল। এই ঘটনার ব্যাপারে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।

মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা পার্থপ্রতিম মুখার্জি জানিয়েছেন , ওই রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

কোতুলপুরে বিরোধী দলনেতা আসার অনুমতি না মিললেও, সফরের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার কোতুলপুরে এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামছে বিজেপি! সূত্রের খবর, আগামী ১ নভেম্বর কোতুলপুরে আয়োজিত বিজেপির দলীয় কর্মসূচিতে হাজির থাকতে পারেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দিন কয়েক আগেই কোতুলপুরের পদ্ম বিধায়ক হরকালী প্রতিহার শিবির বদলে যোগ দেন তৃণমূলে। লোকসভা ভোটের মুখে যা রীতিমতো বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে বলেই মত রাজনীতিবিদদের। সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্যই বিরোধী দল নেতার এই কর্মসূচি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে, বিরোধী দলনেতার এই সফরসূচির খবর ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দলের বিধায়কের শিবির বদলের প্রভাব যাতে কোনও ভাবে দলের নিচু তলার কর্মীদের মনোভাবে ধাক্কা না দেয়, তার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তাই বিধায়কের দলবদলের পরই তড়িঘড়ি কোতুলপুরে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে বিজেপি। সূত্রের

খবর, সেই সম্মেলনে হাজির থেকে খোদ শুভেন্দু অধিকারী দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার বার্তা দিতে

ড্যামেজ কন্ট্রোল!

পারেন। কোতুলপুরের যে মোহিতি ময়দানে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেই সম্মেলনের মাঠ এদিন পরিদর্শন করেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

বিরোধী দলনেতার এই সফরের খবর চাউর হতেই একে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, হরকালী প্রতিহার বিপুল সংখ্যক অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এলাকায় বিজেপির ভীত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। এখন শুভেন্দু অধিকারী এসেও কিছু করতে পারবেন না। মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে প্রত্যাখান করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে এই সম্মেলনের অনুমতির জন্য বিজেপির তরফে জেলা পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সেই আবেদনে কোনও হেভিওয়েট হাজির থাকার কথা উল্লেখ নেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই কর্মসূচির কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বিজেপির পায়ের তলার মটি সরে গেছে, তাই তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে: নারায়ণ

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: বিজেপির পায়ের তলা থেকে রাজনৈতিক মাটি সরে যাচ্ছে। একুশে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে মাটি সরা শুরু হয়েছে। তাই লোকসভা ভোটের আগে পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয় ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেলা শুরু করেছে বিজেপি। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারও সেই ষড়যন্ত্রের ফসল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার খোলাপাতায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এদিন খোলাপোতায় নারায়ণ গোস্বামী, জেলা সভাপতি সরোজ ব্যানার্জি, হাড়োয়ার বিধায়ক হাজি নরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ সহ জেলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্য, পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ব্লক সভাপতিদের উপস্থিতিতে জরুরি বৈঠক হয়। সোমবার বিজয়া সম্মিলনী, ভোটার তালিকা ও ১ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে নারায়ণ বলেন, জনসভাতে গিয়ে যেমন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলতে হবে তেমনি দিদিকে বলো এবং একডাকে অভিষেক এই দুটি নম্বরের কথাও মানুষকে জানাতে হবে। এই দুটি নম্বরের সাধারণ মানুষ যেমন তাদের সমস্যার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতে পারেন তেমনি কোনও জনপ্রতিনিধির ভুল কাজের বিরুদ্ধেও তাদের জানাতে পারবেন। পাশাপাশি দলীয় নেতা কর্মীদের মানুষের কাছে পৌঁছনোর কথা বলেন। সামনেই লোকসভা ভোট তার আগে জনসংযোগ আরো বাড়ি তুলে নিজেদের মধ্য মেলবন্ধন তৈরি করার কথাও নারায়ণ বলেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ইডি গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপির পায়ের তলার রাজনৈতিক মাটি সরে গেছে। একুশে নির্বাচনে আপনারা দেখে ছেন, তাই ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পনা করে তৃণমূলকে কালিমা লিপ্ত করতে এই গ্রেপ্তার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলন চলছে। আগামীতে দিল্লির বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন চলবে। বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা কেন্দ্র সরকার করছে তার প্রতিবাদে আমাদের এই আন্দোলন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। আর এতেই ভয় পাচ্ছে বিজেপি। শুধু বাংলাতে নয়, দেশের যেখানে যেখানে যারা বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদেরকেই ইডি, সিবিআই দিয়ে হেনস্তা করছে বিজেপি।

কৃষ্ণনগরে শুরু প্রথম খাদি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে এই প্রথম নদিয়া জেলায় শুরু হল খাদি মেলা। সোমবার বিকেলে নদিয়ার কৃষ্ণনগর টাউন হল ময়দানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সহ জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ ও নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ সহ নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পুণ্ডরিকাক্ষ সাহা। সোমবার থেকে শুরু হওয়া মেলা চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। মেলা প্রাঙ্গণে মোট ৮০টি স্টল তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৮টি রয়েছে খাদি কাপড়ের। বাকি ৪২টি স্টল ভিআই বা অন্যান্য হস্তশিল্পের। স্টলগুলির মধ্যে নদিয়া জেলার ১২টি স্টল রয়েছে, বাকিগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে।

গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা তাঁদের কুটির শিল্পের মধ্যে দিয়ে যেসব ছোট ছোট সামগ্রী তৈরি করেন, তা সবসময় খোলা বাজারে বিক্রি করার সুযোগ তাঁরা পান না। মূলত তাদের হাতের তৈরি হস্তশিল্প জাতীয় দ্রব্য এই মেলার মাধ্যমে বিক্রি করে শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা করার জন্যই মূলত খাদি মেলার আয়োজন বলে এই দিন জানান মেলার উদ্যোক্তারা। জেলায় প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়া খাদি মেলায় অংশগ্রহণ করতে এদিন বিকেল থেকেই উৎসাহী মানুষজনদের সমাগম লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণনগর টাউন হল ময়দানে। এছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার ছোটখাট হস্তশিল্পীরা এই মেলার মাধ্যমে অনেকটাই আর্থিক সহায়তা পাবেন বলে মনে করছেন মেলা উদ্যোক্তারা।

প্রকাশ্য রাস্তায় স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি, উত্তেজনা এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর চটির মতো জনবহুল রাস্তায় ধুন্ধুমার। এক শিশু সন্তান কোলে নিয়ে এক মহিলার সঙ্গে কামারপুকুর চটি এলাকারই এক যুবকের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতি, টানা হেঁচড়ার ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। কেন এই ঘটনা ঘটছে, তা জানতে ভিড় জমায় পথচারীরা। অশান্তিতে জড়ানো অনুরাধা মিশ্র নামে ওই মহিলার দাবি, তিনি হুগলির ব্যান্ডেল এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, গত ৫ বছর আগে কামারপুকুর এর বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু লাহার সঙ্গে বিয়ে হয় তাদের। কৃষ্ণেন্দু সরকারি কর্মচারী। বিয়ের পর দুজনের একটি শিশুসন্তানও হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে অনুরাধার উপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছিল ওই যুবক ও তার পরিবারের লোকজন। মহিলার পরিবারের আরো অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতেও আশ্রয় জোটেনি অনুরাধার। ছোটো শিশু ও স্ত্রীর কোনো দায়িত্ব নিতেও চাইছে না অভিযুক্ত ওই যুবক। ফলত, এদিন পরিবারের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা কামারপুকুরে ওই যুবকের বাড়ি এসে হাজির হন ওই মহিলা। শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। আর তা ক্রমেই হাতাহাতির পর্যায় পৌঁছে যায়। এই বিষয়ে নির্যাতিতা মহিলা অনুরাধা মিশ্র বলেন, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর, ননদ ও স্বামী তার উপর অত্যাচার করতে শুরু করে। মারধর করে। ছোট্ট শিশুটিকে দুধ পর্যন্ত কিনে দেয়নি। শ্বশুরবাড়ি এসেছি, তা সত্ত্বেও মারধর করা হচ্ছে। অপরদিকে নির্যাতিতার দাদা প্রিয়নাথ মিশ্র বলেন, গত ৫ মাস ধরে আমার বোন আমার বাড়িতে আছে। আনতে পর্যন্ত যায়নি। সরকারি চাকরি করে অথচ কোনও খ রচ দেয়নি। আমাদের মনে হয়েছিল ওদের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে কিন্তু সমস্যা মেটেনি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত যুবক কৃষ্ণেন্দু। তার দাবি, ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছেন তারা। যা হবে তা আইন মোতাবেক হবে।

খড়পুরের মৃত ফুল চাষিদের পাশে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শনিবার ভোরে খড়গপুরের বুড়ামালা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ফুল চাষিদের পরিবারের সদস্যদের শান্তনা জানালেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। সোমবার দুপুরে তারা মৃত ফুল চাষিদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সব রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

শনিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একই অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামের পাঁচজন ফুল চাষির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার এলাকার আর কেউ ফুল বেচতে যাননি। গ্রামের যে কয়টি বাড়িতে 'নিয়মরক্ষার' লক্ষ্মীপুজো হয়েছিল, শঙ্খধ্বনি, আলো, ধূপধুনো ছাড়াই রবিবার ঠাকুর ভাসিয়ে দিলেন বাসিন্দারা। সোমবারও গ্রামগুলিতে দেখা গেল শ্মশানের নীরবতা। মৃতদের বাড়িতেও আর বুক চাপড়ে কান্নার রোল নেই। দম ফুরিয়েছে। কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে মৃতের পরিজনদের। রবিবার মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে যান মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। মৃত পাঁচজন ফুলচাষির পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারের হাতে কুড়ি হাজার টাকা করে তুলে দেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি বলেন, 'মৃতদের অনেকেরই ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। তাদের পাশে না দাঁড়ালে পরিবারগুলি ভেসে যাবে। সরকার তাদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে। মৃতদের স্ত্রীরা যাতে বিধবা ভাতা সহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা পান, সেই ব্যবস্থাও করা হবে। আমাদের সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছে। শনিবার ভোররাতে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত বুড়ামালা এলাকায় একটি পিকাপভ্যানে ফুল বোঝাই করার সময় পিছন থেকে পণ্যবাহী একটি লরি এসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় মোট ছ'জনের। তারমধ্যে পাঁচজনের বাড়ি খড়গপুর-২ ব্লকের কালিয়ারা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

পুলিশের ঘোষণায় সাড়া দিয়ে লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনে সামিল হল হরিপাল এলাকার ক্লাবগুলি

বনস্পতি দে

হরিপাল: বিশৃঙ্খলা এড়াতে লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনে অভিনব উদ্যোগ পুলিশের। শৃঙ্খলিতভাবে বিসর্জনে

অংশগ্রহণ করলেই এলাকার ক্লাবগুলিকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা পুলিশের। হুগলির হরিপালের বড় বাজার শীতলাতলা এলাকায় হরিপাল থানার উদ্যোগে একটি ক্যাম্প করা হয়েছে। এলাকার ক্লাবগুলি তাদের প্রতিমা বিসর্জনের সময় সুশৃঙ্খল এবং নিয়ম মেনে এলাকা প্রদক্ষিণ করার পর পুলিশের বিচারে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধীকারী ক্লাবকে দেওয়া হবে পুরস্কার।

মূলত হরিপাল ব্লকে বহু ক্লাব লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করে থাকে। গত বছরগুলিতে লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় বা ডিজে বক্স যাতে কোনও ক্লাব না বাজায় তার জন্যই পুলিশের এই অভিনব উদ্যোগ। পুলিশের তরফ থেকে এক সপ্তাহ আগেই এই ধরনের পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছিল হরিপাল ব্লকে। পুলিশের ঘোষণায় সাড়া দিয়ে প্রতিমা বিসর্জনে সামিল হয় এলাকার ক্লাবগুলি।

এ নিয়ে ক্লাবের উদ্যোক্তারা বলেছেন, খুবই ভালো উদ্যোগ। আমরাও সুন্দর শোভাযাত্রা উপহার দিতে চাই এলাকাবাসীকে। পুলিশের উদ্যোগে শৃঙ্খলিত শোভাযাত্রা দেখে এলাকাবাসী বলছেন, খুব ভালো লাগল। অনেক ঠাকুর দেখলাম। কোনও অসুবিধা হয়নি। খুব ভালো ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

ফের বাদুড়িয়ায় বাকিবুরের নতুন সম্পত্তির হদিশ, সুবিশাল চালের গোডাউন ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া পুরসভার ৫, নম্বর ওয়ার্ডের জেলে পাড়ার পর এবার বাদুড়িয়া ব্লকের যদুরহাটি দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাপুরে বাকিবুর রহমানের ফের জমির হদিশ মিলল। সেখানে চার বিঘা জমির উপর ঝাঁ চকচকে বিশালাকার চালের গোডাউন। গত ছয়মাস আগে নীল সাদা রং করা হয়। পুরোপুরি গোডাউনে কাজ শুরু না হলেও বেড়াচাঁপা ও বাদুড়িয়া রোডের পাশেই ঝাঁ-চকচকে বিল্ডিং রীতিমতো নজর কেড়েছে গ্রামবাসীদের। এই বিষয়ে তারা মুখ খুলতে নারাজ। এখ ানকার দু'জন কেয়ারটেকার আছেন তারা জানিয়েছেন, বাকিবুরের নয়, বাকিবুরের আত্মীয় মুকুল মণ্ডলের এই চালের গোডাউন। তাহলে কি প্রশ্ন উঠছে? একটা কার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী বাকিবুরের আত্মীয় মুকুল মণ্ডল তার সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র রয়েছে। এলাকাবাসীরা ক্যামেরার সামনে মুখ না খুললেও তারা জানিয়েছেন এই সম্পত্তির মালিক বাকিবুর রহমান। যে এখন ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেপাজতে রয়েছে তাহলে কি এই সম্পত্তি বেনামে বাকিবুরের বর্তমানে এই চার বিঘা জমির মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা কিন্তু এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়তে কেউ মুখ খুলছে না। গোডাউনের কেয়ারটেকার জানিয়েছেন, ২০১২-১৩ সালে এখানে জমি কেনা হয়েছিল তারপর এই জমির উপর বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। ছয় মাস আগে গোডাউন যা চকচকে নতুন বিল্ডিংয়ে রং করা হয়েছে এখনো পুরোপুরি গোডাউন চালু হয়নি।

গনিখান চৌধুরির ৯৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষে তৃণমূল ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মঙ্গলবার প্রয়াত সাংসদ এবিএ গনিখান চৌধুরির ৯৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সামনের বছর লোকসভা নির্বাচন। আর সেই লোকসভা নির্বাচনের আগেই মালদা রূপকার প্রয়াত সাংসদ গনিখান চৌধুরি যে আরো একবার বিভিন্ন দলের কাছে হাইলাইট হতে পারে, সেটিও মনে করছে জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। প্রতিবছরের মতো এবছরও গনিখান চৌধুরির জন্ম দিবসে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকেও প্রয়াত গনিখান চৌধুরিকে শ্রদ্ধা জানাতে কোতোয়ালির বাড়িতে মাজারে ফুল দেওয়া এবং মালদা শহরের বিভিন্ন স্থানে এলাকার গনিখ ানের মূর্তিতেও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু)। যিনি প্রয়াটো গনিখান চৌধুরির ভাই। ইতিমধ্যেই তিনি দলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার গনিখান চৌধুরি ৯৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির তালিকা জানিয়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে কোতোয়ালির বাড়িতে গনিখ ান চৌধুরির মাজারের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো, দলের পক্ষ থেকে একটি র‍্যালি করা, মালদা শহরের টাউন হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠ এবং রথবাড়ি এলাকায় গনিখানের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতি স্মৃতিচারণ করা হবে।

কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের জেলার কার্যকরী সভাপতি ইশাখ ান চৌধুরি জানিয়েছেন, গনিখান চৌধুরি এবছর ৯৭ তম জন্ম দিবস। প্রতি বছরের মতো এবছরও গনিখান চৌধুরিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে জেলার তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোতোয়ালির বাড়িতে প্রয়াত সংসদ গনিখান চৌধুরির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মাজারে ফুল দেওয়া হবে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর জানিয়েছেন।

ভেষজ উদ্ভিদের উদ্যান উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লক প্রাঙ্গণে সঞ্জীবনী ভেষজ উদ্যানের শুভ উদ্বোধন হল। পাণ্ডবেশ্বর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই ভেষজ উদ্যানটি রূপায়ণ করা হয়েছে। উদ্যানটির উদ্বোধন করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশ্বেতা বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কিরিটি মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রমা রুইদাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। এই ভেষজ উদ্যানে মানুষের শারীরিক কল্যাণে উপকারী প্রায় ৩০০ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশ্বেতা বিশ্বাস জানান, আগামী দিনে সাধারণ মানুষের ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এহেন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩০ টি ভেষজ উদ্ভিদ মানুষের কল্যাণে কোনও না কোনও অংশে কাজে লাগে এবং যে ভেষজ গাছগুলি কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়ে আনা কর্তব্য বলে মনে করেই এই উদ্যোগ নেওয়া।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে নাবালিকার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকার সঙ্গে দিনের পর দিন সহবাস করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সহবাসের জেরে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ওই যুবক বলে অভিযোগ। এরপর রবিবার নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে গোপীবল্লভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার রাতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চঞ্চলদা এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম মনসা বিসাই। বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভুম জেলার বহড়াগোড়া থানার চঞ্চলদা গ্রামে। এদিন সোমবার ধৃত ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে।

দীপাবলির আগেই ইসকনে জ্বলল শত শত দীপ

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

দীপাবলির আগেই ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে জ্বলে উঠল শত শত দীপ। কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে মায়াপুর ইসকনে শুরু হয়েছে দীপদান অনুষ্ঠান, চলবে রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত। একমাস ধরে চলা বিশ্বব্যাপী এই দীপদান অনুষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই দীপদান করতে আসে ইসকন মন্দিরে। দীপদান অনুষ্ঠান চলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। একই সঙ্গে চলবে দামোদরাষ্টকম্ স্তোত্র পাঠ।

প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত তথা ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন মায়াপুর ইসকনে। দীপদান উৎসবের বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, দীপদান উৎসব উপলক্ষে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপত্তার ব্যবস্থা কঠোর

করা হয়েছে। সর্বোপরি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, বিধান তথা সেবার বিশেষ সুযোগ লাভ করা যায় এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে। যার ফলে জীবনের পারমার্থিক প্রগতি লাভ হয়। সনাতন ধর্মে যত প্রকার উৎসব আছে তার মধ্যে দীপাবলি অন্যতম।

দীপাবলি শব্দটির অর্থ হল দীপের আলি। বিজয় দশমীর কুড়ি দিন পর থেকে উৎযাপিত হয় এই উৎসব। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ক্রেতা যুগে রাবণকে বধ করার পর যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর নিজ রাজ্য অযোধ্যায় প্রবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর রাজ্যবাসী অর্থাৎ অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন। আর তারই স্মরণে এই উৎসব পালিত হয় বলে অনেকে মনে করেন।

আবার পদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে, কার্তিক মাসের এই বিশেষ তিথিতে যদি কেউ উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রদীপ জ্বালান, তা হলে তার সমস্ত কিছু পরিত্রাণ লাভ করে হরিধাম প্রাপ্ত হয়। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, এই উৎসবে মধ্য দিয়ে সকলের মনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোর দীপ। অন্ধকার দূরীভূত হোক, শুভ দীপাবলি অনুষ্ঠানে সকলের শুভ কামনা। স্বাভাবিকভাবেই এই উৎসবকে ঘিরে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে ভক্তদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

Ekdin_Page_7_31102023_Layout 1 10/30/2023 9:15 PM Page 1

কেরলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ৩

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ অক্টোবর: কেরলের এর্নাকুলমে প্রার্থনা চলাকালীন ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় বাড়ল মৃতের সংখ্যা। গতকালই মৃত্যু হয়েছিল দুজনের। সোমবার ওই ঘটনায় গুরুতর জখম ১২ বছরের কিশোরীর মৃত্যু হল। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩। রবিবার রাতে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানান, ২০ সদস্যের দল ঘটনার তদন্তে নেমেছে। সোমবার নাশকতার ঘটনায় তিরুঅনন্তপুরমে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন বিজয়ন।

রবিবার সকালে কেরলের এর্নাকুলম শহরের কালামাসেরি এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনা চলাকালীন বিস্ফোরণ ঘটে। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। জখম হয়েছেন ৫০ জন। বেশ কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর। কেরল পুলিশের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত নেমেছে করেছে এনআইএ। ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক সন্দেহভাজন আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর নাম ডমিনিক মার্টিন। তিনি দাবি করেছেন, যে সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল, সেই ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়েরই মানুষ তিনি। মার্টিন আত্মসমর্পণের আগে একটি ভিডিও আপলোড করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওই ভিডিওতে জানান, জেহোভা সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের আচারের বিরোধিতা করতেই হামলা চালিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে চান। তাঁর বক্তব্য, জেহোভাদের নীতি ও ধারণাগুলি দেশের জন্য ক্ষতিকর। তরুণ প্রজন্মের মনকে বিষিয়ে তুলছে এরা। সেই কারণেই নাশকতা চালিয়েছেন।

মার্টিন নাশকতার দায় স্বীকার করলেও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সোমবার সকালে সন্দেহভাজন ব্যক্তির শারীরিক পরীক্ষা করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন দুবাইতে ছিলেন অভিযুক্ত। সব দিক খতিয়ে দেখছেন কেরল পুলিশ এবং এএনআইয়ের গোয়েন্দারা।

উল্লেখ্য, বিস্ফোরণের সময় কনভেনশন সেন্টারে ২ হাজার লোক ছিল। জানা গিয়েছে, বিস্ফোরক রাখা ছিল একটি টিফিন কৌটোতে। পুলিশের দাবি, আইইডি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে আহতদের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে গতকালই রাজ্যের চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করেছে কেরল সরকার। সংবাদমাধ্যমগুলির সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী আহতের সংখ্যা ৫০। বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। একাধিক হাসপাতলে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৮ ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা বিদেশ মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: কাতারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে আট ভারতীয়। তাঁদের সাজা মকুব ও দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে ভারত সরকার। ওই আট ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ওই আট পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর বিদেশমন্ত্রী বললেন, 'ওঁদের মুক্তির জন্য সবরকমের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সোমবার সকালে বিদেশমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আট ভারতীয়ের পরিবারের সঙ্গে আজ সকালে দেখা করলাম। সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছে। ওই পরিবারের উদ্বেগ ও বেদনা বুঝতে পারছি। ওনাদের মুক্তির জন্য সরকার সবরকমের চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে ওনাদের পরিবারকেও অবগত করা হবে।'

গত সপ্তাহেই কাতার আদালতের তরফে আট ভারতীয়দের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগেই ২০২২ সালে ওই আট ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তাঁদের নিভৃত কারাবাসে রাখা রয়েছিল। যদিও এই মামলা সম্পর্কে ভারত বা কাতার সরকারের তরফে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। জানা গিয়েছে, ওই আট ভারতীয়ই নৌসেনার প্রাক্তন কর্মী।

কাতার আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার পরই বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই রায়কে অপ্রত্যাশিত বলা হয়েছিল। কাতার সরকারের সঙ্গে ওই আট ভারতীয়ের মুক্তি নিয়ে কথা বলা হবে বলেই জানানো হয়েছিল।

যে আট ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন কম্যান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কম্যান্ডার সুগুনাকর পাকালা, কম্যান্ডার অমিত নাগপাল, কম্যান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা, ক্যাপ্টেন নভতেজ সিং গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার ভর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ ও নাবিক রাগেশ গোপাকুমার।

ফের খারিজ জামিনের আবেদন, জেলেই থাকছেন সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: আরও একবার খারিজ হয়ে গেল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার জামিনের আর্জি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় বিগত প্রায় ৭ মাস ধরে জেলে রয়েছেন আম আদমি পার্টির এই নেতা। বারবার জামিনের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতির অভিযোগে সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। আপাতত জেল হেপাজতে রয়েছেন তিনি। জামিনের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সিসোদিয়া। সোমবার শীর্ষ আদালতে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে দ্রুত এই মামলার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্তের গতি যদি শ্লথ হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে আবারও জামিনের আবেদন করতে পারবেন মণীশ সিসোদিয়া। আগেই ইডি-কে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হবে। শুধুমাত্র ঘুষ নেওয়া হয়েছে, এমন অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মামলা দাঁড় করানো সম্ভব নয়। জামিনের আর্জি খারিজ করার ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'অনেক আইনি প্রশ্নের উত্তর মেলেনি সম্পূর্ণভাবে। এছাড়া ৩৩৮ কোটির লেনদেনের বিষয়টিও মোটামুটিভাবে প্রমাণিত।'

আবগারি নীতির ক্ষেত্রেই মূলত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। আর সেই অভিযোগই টলিয়ে দেয় দিল্লির শাসক দলকে। যে আবগারি নীতি তৈরি করেছিল দিল্লির আপ সরকার, তাতেই বড়সড় বেনিয়ম হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। আর সেই নীতির জন্যই আর্থিক সুবিধা পাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে। এরপরই গ্রেপ্তার হন তিনি। ইডি ও সিবিআই, উভয় সংস্থাই তাঁকে হেপাজতে নিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের আগে হাইকোর্টেও প্রাক্তন মন্ত্রী সিসোদিয়ার জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছিল আদালত। এছাড়া গত মে মাসে সুপ্রিম কোর্টেও আর্জি খারিজ হয়েছিল। সেই সময় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, একজন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যথেষ্ট হাইপ্রোফাইল, প্রয়োজনে সাক্ষীদের প্রভাবিতও করতে পারেন তিনি।

ফের উত্তপ্ত হল কৃষ্ণসাগর ও ক্রাইমিয়া সংলগ্ন অঞ্চল, ৩৬টি ইউক্রেনীয় ড্রোন গুলি করে নামল রুশ বায়ুসেনা

কিয়েভ, ৩০ অক্টোবর: একদিকে ২৪দিনে পা রেখেছে মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী লড়াই। অন্যদিকে দেড় বছর পেরিয়েও জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাত। এবার ফের উত্তপ্ত হল কৃষ্ণসাগর ও ক্রাইমিয়া সংলগ্ন অঞ্চল। ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দেওয়া ৩৬টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করে দিয়েছে রুশ ফৌজ বলে খবর।

রবিবার এই ঘটনার কথা জানিয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, শনিবার রাতভর কৃষ্ণসাগর ও ক্রাইমিয়ার উত্তরাংশে হানা দেয় ইউক্রেনের ৩৬টি ড্রোন। যেগুলো গুলি করে নামায় রাশিয়ার বায়ুসেনা। এনিয়ে কৃষ্ণসাগরের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ ক্রাসনোদর অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, রবিবার সকালে সেখানকার তেল শোধনাগারে আগুন লেগে যায়। মনে করা হচ্ছে, ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলোকে গুলি করে নামানোর সময় সেখান থেকেই ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

বলে রাখা ভালো, গত জুলাই মাসে কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনীয় বন্দরে ভয়াবহ হামলা চালায় রাশিয়া। ধ্বংস হয়ে যায় ৬০ হাজার টন খাদ্যশস্য। তার পর থেকেই বদলা নিতে হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেনেও। সেপ্টেম্বর মাসে সেবাস্তাপোলের ক্রাইমিয়া বন্দরে রুশ নৌসেনা ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইউক্রেনের বাহিনী। যার জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বেঁধে যায় সেখানে। মৃত্যু হয় এক রুশ সেনা আধিকারিকের।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ফের প্রাণ গেল পরিযায়ী শ্রমিকের

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর: কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা। এবার জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক যুবকের। উপত্যকার পুলিওয়ামায় এই হত্যাকাণ্ড চালাল জঙ্গিরা। আশঙ্কাজনক পরিযায়ী শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পরেই এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনা।

কাশ্মীর জোন পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, 'পুলওয়ামার তুমচি নওপারা এলাকায় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করেছে জঙ্গিরা। হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, ২৪ ঘণ্টায় পুলওয়ামায় এই নিয়ে দ্বিতীয় হামলা চালাল জঙ্গিরা। এর আগে রবিবার পুলিশকর্মী মসরুর আহমেদ ওয়ানির উপর হামলা চালানো হয়। ইদগাহর মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় জঙ্গিরা।

পর পর দুই হামলার পর পুলওয়ামা-সহ গোটা কাশ্মীরে পুলিশ ও সেনা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। ভূস্বর্গের রাস্তার প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শ্রীনগরের সমস্ত প্রধান সড়কের মোড়ে এবং শহর থেকে বাইরে বেরনোর পথগুলিতে বিশেষভাবে সক্রিয় পুলিশ। জঙ্গি দমনে মরিয়া সেনাও।

ভোটপ্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত তেলঙ্গানার বিআরএস সাংসদ

অমরাবতী, ৩০ অক্টোবর: ভোটপ্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত সাংসদ। তেলঙ্গানায় বিআরএস সাংসদকে কোপাল দুষ্কৃতী। সোমবার দুপুরের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভোটমুখী তেলঙ্গানায়। যদিও অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করে হামলার মোটিভ জানার চেষ্টা চলছে।

৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানায় বিধানসভা ভোট। তার আগে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব দলই। এবার সিদ্দিপেট জেলার দুব্বাক বিধানসভায় বিআরএসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন সাংসদ কোঠা প্রভাকর রেড্ডি। এদিন প্রচার সারতেই দৌলতাবাদ মণ্ডলের সুরামপল্লি গ্রামে গিয়েছিলেন সাংসদ। প্রচারের মাঝেই তাঁকে ছুরির কোপ মারে এক অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী। সঙ্গে সঙ্গে কোঠা প্রভাকর রেড্ডিকে উদ্ধার করে গাজওয়েল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বিআরএস সাংসদকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেকেন্দ্রাবাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। আপাতত শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এদিকে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বেঙ্গালুরুর বাস ডিপোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৪০টি বাস

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর: বাস ডিপোয় সার বেঁধে বাস দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ করেই দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করে একটি বাস। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলিতেও আগুন ধরে যায়। এভাবে প্রায় ৪০টি বাস আগুনে পুড়ে যায়। সপ্তাহের প্রথম দিন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর বীরভদ্র নগরের কাছে। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ভিডিও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভদ্র নগরের কাছে একটি বেসরকারি বাস ডিপোয় আগুনে ৪০টি বাস পুড়ে গিয়েছে। সবকটি বেসরকারি বাস। কীভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট থেকে বাসে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। বাস ডিপোয় দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও বরাতজোরে সেখানে কোনও যাত্রী ছিল না। ফলে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। ওই বাস ডিপোর পাশেই একটি গ্যারেজ ছিল। ফলে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এদিনের অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি না হলেও ৪০টি বাস পুড়ে যাওয়ায় অনেক টাকার ক্ষতি হল।

কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের সুরক্ষার ব্যবস্থার আশ্বাস বিদেশমন্ত্রীর

দোহা, ৩০ অক্টোবর: চরবৃত্তির অভিযোগে প্রাক্তন ৮ ভারতীয় নৌসেনাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে কাতারের আদালত। এহেন বেনজির ঘটনা রুখতে অত্যন্ত তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। ওই সেনাদের মুক্তির জন্য সবরকমের চেষ্টা শুরু করেছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর দেখা করলেন প্রাক্তন সেনাদের পরিবারের সঙ্গে। জানালেন, এই বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে এই মুহূর্তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাশে রয়েছে কেন্দ্র। সাজাপ্রাপ্তদের নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল? প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্মীদের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ? তাঁদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই ৮ জন এক বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ওই সংস্থা কাতার সেনাকে প্রশিক্ষণ দিত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত গোপনীয় কিছু ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর সেই সুযোগে চরবৃত্তি করতেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগে গত ১ বছর ধরে কাতারের জেলে বন্দি এই ৮ প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা। আগেও একাধিক বার তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে আদালতে। শেষমেশ বৃহস্পতিবার মামলার রায়ে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে আদালত।

খবর পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় বিদেশমন্ত্রক। তখনই জানানো হয়, তাঁদের সুরক্ষায় সবরকম ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্র। আর সোমবার সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন নৌসেনাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেও পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। পরে তিনি বিবৃতি দিয়ে জানান, সরকার এই বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইজরায়েলেরই: বাইডেন

গাজা, ৩০ অক্টোবর: গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইজরায়েলেরই। আত্মরক্ষা করতে হলেও আমজনতাকে বাঁচিয়েই সেই পদক্ষেপ করা দরকার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে এই কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রবিবার দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কথা হয়েছে। এদিনই একটি ভিডিও প্রকাশ করে ইজরায়েল দাবি করে গাজার শিফা হাসপাতালে ঘাঁটি তৈরি করেছে হামাস।

গাজায় ব্যাপক বিমানহানার পাশাপাশি ভূখণ্ডে ঢুকেও অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। ইতিমধ্যেই সেখানে আট হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর মিলেছে। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। গাজাকে মানবিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঋষি সুনাক, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মতো একাধিক দেশের প্রধানরা। গাজায় খাবার, ওষুধের মতো নানা সামগ্রীও পাঠাতে শুরু করেছে ভারত-সহ বেশ কিছু দেশ।

এহেন পরিস্থিতিতে বন্ধুরাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানেই বাইডেন সাফ বলেন, গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে। সেই দায়িত্ব নিতে হবে ইজরায়েলকেই। হামাসের হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার ইজরায়েলের অবশ্যই আছে। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই সেই পদক্ষেপ করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসপাতালে হামাস ঘাঁটি তৈরির খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। কারণ এই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। তাই হামাস ঘাঁটি ভেবে ইজরায়েল সেখানে হামলা চালালে মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাই মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যান সাফ জানিয়েছেন, ইজরায়েলের উচিত আগে থেকেই গাজার হামাস জঙ্গিদের থেকে সাধারণ মানুষকে আলাদা করে ফেলা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Sugandhya Gram Panchayat
Sugandhya, Polba-Dadpur, Hooghly, 712102
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **NIT No.: 22/2023-24, Date: 16.10.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_593511_1.** Bid Submission End Date (Online): **08.11.2023 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **11.11.2023 at 11.00 Hrs.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sugandhya Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও-এসি-টি-১২৩ থেকে ১২৭-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখঃ ২৭.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং.১. কেস নং. ও-এসি-টি-১২৩-২৩-২৪। কাজের নামঃ আসানসোল ডিভিসনের রাজগ্রাম/তালঝারি/বাকুড়ি খাদান থেকে বিওবিওয়াইএন ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে করে ৫০০০০ কিউবিক মিটার মেশিনে গুঁড়ো করা শক্ত পাথরের ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, পৌঁছানো ও বোঝাই করার জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৭,১৫,৬৮,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ৫,০৭,৮০০.০০; ক্র.নং.২. কেস নং. ও-এসি-টি-১২৪-২৩-২৪। কাজের নামঃ আসানসোল ডিভিসনের মথুরাপুর/রাজগ্রাম/পাকুড় খাদান থেকে বিওবিওয়াইএন ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে করে ৫০০০০ কিউবিক মিটার মেশিনে গুঁড়ো করা শক্ত পাথরের ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, পৌঁছানো ও বোঝাই করার জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৭,১৫,৬৮,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ৫,০৭,৮০০.০০; ক্র.নং.৩. কেস নং. ও-এসি-টি-১২৫-২৩-২৪। কাজের নামঃ সিনি. ডিইএন/৩/এএসএন-এর আওতাধীনে রাজবাঁধে আইওসিএল-এর নিজস্ব সাইডিং-এ ট্র্যাক, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৭২,১৯,৬৪৬.৭৩; বায়না অর্থঃ ₹ ১,৪৪,৪০০.০০; ক্র.নং.৪. কেস নং. ও-এসি-টি-১২৬-২৩-২৪। কাজের নামঃ সিনি. ডিইএন/৩/এএসএন-এর আওতাধীনে আপইয়ার্ড, ই.ডিএন.সিএল., ডিএসপিইওয়াই/ইসি, ডিএসপিইওয়াই/ডব্লুসি কেবিন, আগুল-এ এবং ডিসিওপি ইওয়াইসি কেবিন এবং টিআরআর(পি) = ১৫.৮৮৪ টিকেএম-এর ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা যান্ত্রিক সিগন্যাল ব্যবস্থার অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ২,৩৪,৩২,৮৯৮.৯৮; বায়না অর্থঃ ₹ ২,৬৭,২০০.০০; ক্র.নং.৫. কেস নং. ও-এসি-টি-১২৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ ৩০.০৬.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া মেয়াদের জন্য জোনাল কাজের ওপেন টেন্ডার - খানা (কেএএন)-অণ্ডাল (ইউডিএল) শাখায় ১২০.৭০ কিমি থেকে ১৮০.০০ কিমি, সুরথকাল (এসএল) শাখায় কিমি ০.০০ থেকে ৩৮.০০ পর্যন্ত এবং মিলিটারি বেস, সকল পরিষেবা এবং স্টেশন ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার্স এবং কলোনিসমূহ সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র রাস্তা, লেভেল ক্রসিং, কাঠ, পাইপ বসানো এবং স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমূহ যা আসানসোল ডিভিসনের জোন নং.০১-এ এসএসই (ওয়ার্কস)/পানাগড়-এর অধীনে করা হবে। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৮০,০০,০০০.০০; বায়না অর্থঃ ₹ ১,৬০,০০০.০০; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ক্রম.নং. ১ ও ২-এর জন্য ১০ মাস, ক্রম.নং. ৩ ও ৪-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্রম.নং.৫-এর জন্য ০৭ মাস। বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ৩০.১১.২০২৩ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে দেখা যাবে। ASN-147/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./ Tender Reference No.:–
eNIT-10/DGP/PRO/2023-24 e-Tender for 1 no. DG Set hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from **30/10/2023 to 07/11/2023 upto 10.00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 72 (eSCHOOL)/2023-24 Dated: 26.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_578026_5, 2023_MAD_578026_6 & 2023_MAD_578026_7. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended up to **07.11.2023** and Bid Opening Date will be **09.11.2023.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

Dhapdhapi-II Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Dhapdhapi, P.S.- Baruipur, Dist.- South 24 PGS
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders execution of different work(s) vide **NIT No.: 197/S/DD-II/2023 (Sl. 1-5)** and **NIT No.: 198/S/DD-II/2023 (Sl. 1-9). Date: 10.10.2023.** For Tender Fees, Last Date of Bid Submission and Tender Opening Date please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Dhapdhapi-II Gram Panchayat

e-Tender Notice
NIT No.– This office **Memo No.- 741, Date: 30.10.2023** Duly filled tender are invited for Construction of **(i) AWC at Banshipur village, (ii) Constrution of Toilet for Guest house of Memari-II PS Office campus, iii) Renovattion of Guest house at Memari-II PS Office campus, (iv) Installation of Tube well at beside playground of Paharhati Golapmoni High School, (v) Supply of Fire extinguisher, (Vi) Supply of IT materials** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **15.11.2023** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section.
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

Notice Inviting Tender
Tender for supply and installation of tools and equipments to the Janbi Jute products Mfg Cluster & REH Industrial Co-operative Society Ltd.
NIT ID –DMPAM/DIC/e-NIT/30/2023-24 DATED 30.10.2023 Bid submission closing date 07.11.2023 at 16.00 hrs
Sd/- General Manager
District Industries Centre
Paschim Medinipur

Notice Inviting e-Tender
e-NIT No.: WB/BWN/N-I GP/NIT-20/2023-24, Date: 30.10.2023
Online Bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for listed works under **15th Finance Commission**. Last Date and Time of Bid Submission: **08.11.2023 and 17.11.2023 up to 09:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** and undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 3 tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Supply/Installation/Commissioning of Hospital Equipment along with demo at Dum Dum Municipal Hospital under Dum Dum Municipality vide memo no 828/DDM/GEN/23-24 Dtd 13.10.2023 e-NIT Published online on 30.10.2023 , Last Date for Dropping Bids- 07.11.2023, technical bid opening dates-09.11.2023.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

বিশ্বকাপের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ইনজামামের হঠাৎ পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে মঙ্গলবারই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচ খেলতে নামছে পাকিস্তান। তার কয়েক ঘণ্টা আগে মুখ্য নির্বাচকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ইনজামাম উল হক। সোমবার পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমন খবরই পাওয়া গিয়েছে। আবার অন্য একটি অংশ জানিয়েছে, স্বার্থের সঙ্ঘাতের কারণেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন ইনজামাম। তিনি এমন একটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেটির মালিক ক্রিকেটারদের এক এজেন্ট।

ফলে ক্রিকেটারদের নির্বাচনে সেই ব্যক্তির হাত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবারই ইনজামামের কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছিল। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 'ইয়াজদে ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানির অংশীদার ইনজামাম। সেই কোম্পানির মালিক তালহা রেহমানি। এই রেহমানি বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদি-সহ পাকিস্তানের বেশ কিছু ক্রিকেটারের এজেন্ট। প্রশ্ন উঠেছিল, ইনজামামের সূত্রে পাকিস্তানের দল নির্বাচনে হাত থাকতে পারে রেহমানির। বিশেষত, গত কয়েক দিনে পাক বোর্ডের সঙ্গে ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তি ঘিরে বিতর্ক যেখানে তুঙ্গে, সেখানে এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়।

এক টিভি চ্যানেলে পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান জাকা আশরফ জানান, কোম্পানিটির সঙ্গে ইনজামামের যোগ নিয়ে তদন্ত করা হবে। তিনি আশ্বাস দেন, ইনজামামকে ফোন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জানা গিয়েছে, পাক বোর্ডের দফতের সোমবার ডাকা হয় প্রাক্তন অধিনায়ককে।

সেখানে জা কার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। তার পরেই মুখ্য নির্বাচকের পদ থেকে সরে দাঁড়ান ইনজামাম।

পাক বোর্ডের তরফে জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের দল নির্বাচনে রেহমানির কোনও হাত রয়েছে কি না, তা জানতে পাঁচ সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা আগামী দিনে বিষয়টি তদন্ত করে দেখে বোর্ডকে জানাবে। ইনজামাম বলেছেন, 'বোর্ডের তরফে আমাকে ফোন করে এই কমিটির কথা জানানো হয়েছে। আমি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি। আমিই বোর্ডকে বলেছিলাম, পদত্যাগ করাই সবচেয়ে ভাল। সব ঠিক হলে তার পরে আবার বোর্ডের সঙ্গে কথা বলব।'

তিনি আরও বলেছেন, 'পাক বোর্ড আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে চাইলে করতেই পারে। লোকে কোনও প্রমাণ ছাড়াই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে। প্রমাণ থাকলে প্রকাশ্যে আনুন। বোর্ডকেও সেটাই বলেছি। আমার সঙ্গে খেলোয়াড়দের এজেন্টের কোম্পানির কোনও যোগাযোগ নেই। এই ধরনের অভিযোগে ব্যথা লাগে।'

এবার লঙ্কা দহন আফগানদের

সেমিফাইনালের স্বপ্ন কাবুলিওয়ালার দেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে একের পর এক বড় দলকে হারিয়েই চলেছে আফগানিস্তান। সোমবার পুণেতে তারা হারিয়ে দিল শ্রীলঙ্কাকে। আফগানিস্তান জিতল ৭ উইকেটে। বিশ্বকাপেই আগেই ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানকে হারিয়েছে তারা। এ বার রশিদ খানদের শিকার শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপে এই নিয়ে তিনটি ম্যাচে জিতল আফগানিস্তান। এত ভাল বিশ্বকাপে আগে কখনও যায়নি তাদের। জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচে উঠে এল আফগানিস্তান।

যে ক'টি ম্যাচে আফগানিস্তান জিতেছে, তার প্রতিটিতেই দলগত অবদান দেখা গিয়েছে। পাকিস্তান ম্যাচে প্রথম চার ব্যাটারের বড় ইনিংস দেখা গিয়েছিল। এ দিন এক ওপেনার রহমানুল্লা গুরবাজ শূন্য রানে আউট হলেও, পরের দিকে ব্যাটারেরা ভাল ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে দিলেন। বল হাতে ভাল পারফর্ম করেছেন ফজলহক ফারুকি।

টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আফগানিস্তান। শ্রীলঙ্কার কোনও ব্যাটারই দীর্ঘ ক্ষণ ক্রিজে থেকে বড় রান করতে পারেননি। দলের ২২ রানের মাথায় ফেরেন দিমুত করুণারত্নে (১৫)। দ্বিতীয় উইকেটে ৬২ রানের জুটি বাঁধেন পথুম নিসঙ্ক এবং কুশল মেন্ডিস। দু'জনেই ক্রিজে থিতু হয়ে গিয়েও উইকেট দিয়ে দেন। নিসঙ্ক ফেরেন ৪৬ রানে। মেন্ডিস আউট হন ৩৯ রানে। দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার সাদিরা সমরবিক্রমও (৩৬) দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। পরের দিকে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথেউজ (২৩) এবং মাহিশ থিকশানার (২৯) ইনিংসে ভর করে আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছয় শ্রীলঙ্কা। ফারুকি ১০ ওভারে ৩৪ রানে ৪ উইকেট নেন।

এই রান আফগান ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যে উপযুক্ত ছিল। বিশেষত যেখানে তাদের দুই ওপেনারই ফর্মে। তবে এ দিন প্রথম ওভারেই দিলশান মদুশঙ্ক দুরন্ত বলে ফিরিয়ে দেন গুরবাজ কে। ব্যস্, ওই এক বারই আফগানিস্তানকে চাপে ফেলেছিলেন শ্রীলঙ্কার বোলারেরা। বাকি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার নখদাঁতহীন বোলিং খেলতে অসুবিধা হল না আফগানিস্তানের। চোটের কারণে লাহিরু কুমারা, অধিনায়ক দাসুন শনাকা এবং মাথিশা পাথিরানার ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কাকে খুবই বিপদে ফেলে দিল। বোলারদের মধ্যে এমন কোনও ধার নেই যা নিয়ে তারা লড়াই দিতে পারেন। আফগানিস্তানের ব্যাটারদেরও খেলতে অসুবিধা হল না।

আত্মবিশ্বাস কেনার সুযোগ থাকলে অনেক টাকা খরচ করত ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আত্মবিশ্বাস যদি কিনতে পাওয়া যেত, তাহলে ইংল্যান্ড এ মুহূর্তে এর পেছনে অনেক টাকা খরচ করত বলে মনে করেন ক্রিস ওকস। ভারতের কাছে লক্ষ্ণৌয়ে ১০০ রানে হারের পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের, এরপর এমন মন্তব্য করেছেন এ অলরাউন্ডার। এখন পর্যন্ত নিজেদের সেরা ক্রিকেটের একটুও দেখাতে না পারার হতাশা তাঁদের জেঁকে ধরেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে ২০১৫ ও ২০১৯ সালের বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ড দলে ছিলেন ওকস। ২০১৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় নেওয়া টুর্নামেন্টটিকে ধরা হয় ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম বাজে বিশ্বকাপ। এরপর ওয়ানডে ক্রিকেটের খেলার ধরনই বদলে দেওয়ার পেছনে ভূমিকা রাখে ইংল্যান্ড, ২০১৯ সালে এসে জেতে শিরোপা। এবারও বড় উচ্চাশা নিয়েই ভারতে গিয়েছিল দলটি। তবে সে প্রত্যাশার কানাকড়িও মেটাতে পারেনি তারা। ইংল্যান্ডের কী হলো;এ মুহূর্তে বিশ্বকাপের অন্যতম আলোচিত প্রশ্ন এটি।

দলের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ওকস স্কাই স্পোর্টসকে বলেন, 'আমরা যদি এ মুহূর্তে আত্মবিশ্বাস কিনতে পারতাম, তাহলে অনেক অর্থ খরচ করতাম। এটা মেনে নেওয়া অনেক কঠিন, তা-ই না? যখন আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে না, আপনি বেপরোয়া শট খেলবেন অথবা এমন সিদ্ধান্ত নেবেন, যা নিয়ে পরে আক্ষেপ হয়।'

তবে বাস্তবতাটা এমনই, ওকস মনে করেন সেটি, 'কিন্তু এটিই তো শীর্ষ পর্যায়ের খেলা, তা-ই না? আপনি জানেন এ পর্যায়ে ভালো পারফর্ম করবেনই, এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকাপ জেতা অনেক কঠিন। ২০১৯ ও ২০২২ (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ) সালে জিততে পেরে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু ভারতের কন্ডিশনে আপনাকে খেলার ছোটখাটো সব ব্যাপারই ঠিক করতে হবে। সবাই যদি (আলাদাভাবে) ভালো না করে, তাহলে সবাই মিলে এগোতে হয়। আমরা নিশ্চিতভাবে সেটিও করতে পারিনি।'

এবার ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স এমন, সেটি ২০১৫ সালের ওই আসরকেও হার মানাচ্ছে। ২০১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এউইন মরগান বলেছেন, কেউ যদি তাঁকে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বলতেন যে টুর্নামেন্টের মাঝামাঝি এসে ইংল্যান্ডের এই দশা হবে, তাহলে তিনি সেটি হেসেই উড়িয়ে দিতেন।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৬	৬	০	১২
দঃ আফ্রিকা	৬	৫	১	১০
নিউ জিল্যান্ড	৬	৪	২	৮
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৬
আফগানিস্তান	৬	৩	৩	৬
শ্রীলঙ্কা	৬	২	৪	৪
পাকিস্তান	৬	২	৪	৪
নেদারল্যান্ডস	৬	২	৪	২
বাংলাদেশ	৬	১	৫	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

কোহলিকে বার্মি আর্মির ট্রল

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রিয় দল লড়াই করে মাঠে, মাঠের বাইরে চলে সমর্থকদের লড়াই। এটা খেলাধুলায় নতুন কিছু নয়। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপও এর ব্যতিক্রম নয়। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে কথার লড়াই বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খেঁচাখুঁচি চলছে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই। এই খোঁচাখুঁচিটা যেন চূড়ান্ত আকার নিল গতকাল হয়ে যাওয়া ভারত,ইংল্যান্ড ম্যাচে। শুরুটা করেছিল ইংল্যান্ডের সমর্থকগোষ্ঠী বার্মি আর্মি। তাদের খোঁচানোর জবাব পরে ভালোভাবেই দিয়েছে ভারতের সমর্থকেরা। ইংল্যান্ডের অনুকরণে যেটাকে অনেকেই বলেন 'ভারত আর্মি'।

খোঁচাখুঁচির শুরুটা বিরাট কোহলির আউট নিয়ে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কাল ৯ বলে কোনো রান করে আউট হয়েছেন কোহলি। নিজের বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারে এই প্রথম শূন্য রানে আউট হয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান। ভারতও কাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করতে পেরেছে মাত্র ২২৯ রান।

বার্মি আর্মি ভারতের সমর্থকদের খোঁচা দেওয়ার সুবর্ণ এই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। পানিতে একটি হাঁসের ছবি এডিট করে সেটিতে কোহলির মাথা বসিয়ে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছে বার্মি আর্মি।

হলান্ডের জোড়া গোলে ম্যানচেস্টার হল নীল

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ডার্বি' ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন আর্লিং হলান্ড! ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যানচেস্টার সিটির ৩-০ গোলের জয়ে হলান্ড করেছেন জোড়া গোল। একাধিকবার ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা বাধা হয়ে না দাঁড়ালে পেয়ে যেতে পারতেন হ্যাটট্রিকও।

সাম্প্রতিক ছন্দ বা পরিসংখ্যান; কোনোটাই ইউনাইটেডের পক্ষে ছিল না। তবু ঘরের মাঠে ম্যাচ বলে ম্যানচেস্টারের লাল অংশ একটু আশাবাদীই ছিল। এসব ম্যাচ যে অনেক সময় শক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যকেও ছাপিয়ে যায়। তবে আজ রাতে তেমন কিছুই করতে পারেনি ইউনাইটেড। পেপ গার্দিওলার দলের সামনে রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে তারা। এদিন ৬১ শতাংশ বলের দখল রেখে ২১টি শট নেয় সিটি, যার ১০টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে ৩৯ শতাংশ বলের দখল রাখা ইউনাইটেডের ৭ শটের মাত্র ৩টি ছিল লক্ষ্যে।

'ডার্বি' ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন আর্লিং হলান্ড! ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যানচেস্টার সিটির ৩-০ গোলের জয়ে হলান্ড করেছেন জোড়া গোল। একাধিকবার ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা বাধা হয়ে না দাঁড়ালে পেয়ে যেতে পারতেন হ্যাটট্রিকও।

সাম্প্রতিক ছন্দ বা পরিসংখ্যান; কোনোটাই ইউনাইটেডের পক্ষে ছিল না। তবু ঘরের মাঠে ম্যাচ বলে ম্যানচেস্টারের লাল অংশ একটু আশাবাদীই ছিল। এসব ম্যাচ যে অনেক সময় শক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যকেও ছাপিয়ে যায়। তবে আজ রাতে তেমন কিছুই করতে পারেনি ইউনাইটেড। পেপ গার্দিওলার দলের সামনে রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে তারা। এদিন ৬১ শতাংশ বলের দখল রেখে ২১টি শট নেয় সিটি, যার ১০টিই ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে ৩৯ শতাংশ বলের দখল রাখা ইউনাইটেডের ৭ শটের মাত্র ৩টি ছিল লক্ষ্যে।

বিরতির পর অবশ্য ব্যবধান বাড়ানোর জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি হলান্ডকে। ওনানার বাঁচিয়ে দেওয়া প্রচেষ্টারই যেন পুনরাবৃত্তি করেন এই স্ট্রাইকার। কিন্তু এবার আর ইউনাইটেডকে রক্ষা করতে পারেননি গোলরক্ষক। ব্যবধান ২-০ কর সিটি। এরপর ৮০ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ফিল ফোডেন। এই গোলটি ফোডেনকে বানিয়ে দেন হলান্ডই।এদিকে এই জয়ের পরও অবশ্য পয়েন্ট তালিকার ৩ নম্বরে থাকছে সিটি। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৪। আর ৮ নম্বরে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্ট ১০ ম্যাচে ১৫।

একই রাতে অন্য ম্যাচে লিভারপুল হারিয়েছে নটিংহাম ফরেস্টকে। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের জয় ৩-০ গোলে। 'অল রেড' হয়ে গোল করেছেন দিয়েগো জোতা, দারউইন নুনিয়েজ এবং মোহাম্মদ সালাহ।

বিশ্বকাপে 'সবচেয়ে বাজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' কি এবারের ইংল্যান্ডই, ইতিহাস কী বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড এমন বাজে পারফরম্যান্স করবে, এমনটা কি কেউ ভেবেছিল! সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এ মুহূর্তে অন্যতম সেরা দলই বলা হয় বেন স্টোকস, জস বাটলার, জনি বেয়ারস্টো, আদিল রশিদ, মার্ক উডদের ইংল্যান্ডকে। ২০১৯ সালে নিজেদের মাঠে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার পর তারা ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়াতে জিতেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। কিন্তু সেই দলটিই মাত্র এক বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপে এসে যা খেলছে, সেটি অবিশ্বাস্য। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ৫টিতেই হেরেছে তারা। প্রতিটি হারই উড়ে যাওয়ার মতো।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে এসে এত বাজে পারফরম্যান্সের ইতিহাস খুব বেশি নেই। ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম দুটি আসরের শিরোপাজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৮৩ সালে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নশিপটা হাতের মুঠোতেই ছিল ক্লাইভ লয়েড, ভিভ রিচার্ডসদের। কিন্তু হিসাবের বাইরে থেকে সেই শিরোপা ক্যারিবীয়দের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। সে অন্য এক ইতিহাস। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে যে দলগুলো ৫০ ওভারের বিশ্ব শিরোপা জিতেছে, তারা 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' তকমা নিয়ে পরের বিশ্বকাপে কেমন করেছে তা দেখা যাক।

১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারত ঘরের মাঠে ১৯৮৭ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠেছিল। পরে ২০১১ সালে দ্বিতীয় শিরোপাটি জেতার পর ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের মাটিতেও খেলেছিল সেমিফাইনাল।

১৯৮৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শিরোপা জিতেছিল অ্যালান বোর্ডারের অস্ট্রেলিয়া। ফেবারিট তারা সেবার মোটেও ছিল না। অনেকটা 'ডার্ক হর্স' হিসেবেই প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে ১৯৯২ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স ছিল অপ্রত্যাশিত। এবারের ইংল্যান্ডের সঙ্গে অনেকটাই মিল ছিল অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স। অ্যালান বোর্ডার, ডেভিড বুন, ক্রেইগ ম্যাকডারমট, ব্রুস রিড, স্টিভ ওয়াহরা সেবার নিজেদের প্রথম চার ম্যাচের তিনটিতেই হেরে গিয়েছিল। নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের পর শেষ দিকে হেরেছিল পাকিস্তানের কাছে। অস্ট্রেলিয়াকে সেবার পঞ্চম স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

১৯৯২ বিশ্বকাপ ইমরান খানের নেতৃত্বে জিতেছিল পাকিস্তান। সেবার খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইমরান-জাভেদ মিয়াঁদাদ-ওয়াসিম আকরাম-রমিজ রাজা-আমির সোহেলদের বিশ্বকাপ জেতাটা ছিল স্মরণীয় এক ব্যাপার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে পাকিস্তান ১৯৯৬ সালে ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত পরের বিশ্বকাপে শুরুও করেছিল অন্যতম ফেবারিট হিসেবে। গ্রুপ পর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে তারা হেরেছিল শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পাকিস্তান শেষ অবধি বেঙ্গালুরুতে হেরে যায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে।

১৯৯৬ সালে ক্রিকেট-বিশ্বকে চমকে দিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল অর্জুনা রানাতুঙ্গা, সনৎ জয়াসুরিয়া, অরবিন্দ ডি সিলভা, মুত্তিয়া মুরালিধরনদের শ্রীলঙ্কা। কিন্তু সেই লঙ্কানরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে চাপ সামলাতে পারেনি। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে সুপার সিক্সেই উঠতে পারেনি তারা। বিদায় নেয় গ্রুপ পর্যায় থেকেই। গ্রুপ 'এ'-তে ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার সঙ্গে লড়ে ছয় দলের মধ্যে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছিল পঞ্চম। তারা জিতেছিল শুধু জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার বিপক্ষে। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল স্টিভ ওয়াহর অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার সোনালি সময়ের শুরু যেন ১৯৯৯ বিশ্বকাপ দিয়েই। পরের দুটি আসরে জিতে বিশ্বকাপ জয়ের হ্যাটট্রিকও করেছে তারা। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়েছিল রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়া। ২০০৭ সালে রিকি পন্টিং অধিনায়ক হিসেবে নিজের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতে নাম লেখান ক্লাইভ লয়েডের পাশে। সেবার ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারায় তাঁর দল।

টানা তিনবার বিশ্বকাপ জেতা অস্ট্রেলিয়ার 'সোনালি যুগ'শেষ হয় ২০১১ সালে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে। যদিও অস্ট্রেলিয়া সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু সে ম্যাচে হেরে গিয়েছিল ভারতের সঙ্গে। ২০১৫ সালে নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পঞ্চম ওয়ানডে বিশ্বকাপটি জেতে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে সেই অস্ট্রেলিয়াই সেমিফাইনালে উঠে হেরে যায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। রাউন্ড রবিন লিগের ৯ ম্যাচের ৭টিতেই জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। হেরেছিল শুধু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

এখন পর্যন্ত 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে বিশ্বকাপ জেতা দল দুটি; ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া। ক্যারিবীয়রা একবার আর অস্ট্রেলিয়া দুবার 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে বিশ্বজয়ের স্বাদ নিয়েছে। এই দুই দলের বাইরে শুধু ভারতই পরের বার 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নে'র মতো খেলতে পেরেছে। যদিও ১৯৮৭ ও ২০১৫; দুবারই সেমিফাইনালে হৃদয়ভঙ্গের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। '৮৭-তে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ইংল্যান্ড আর ২০১৫ সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমিতে হেরে গিয়েছিল তারা।

২০১৯ আসরে ট্রফি হাতে তোলা ইংল্যান্ড এবার 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' তকমা লাগিয়ে যে খেলা খেলছে, সেটির কাছাকাছি আছে ১৯৯৯ আসরের শ্রীলঙ্কা আর ১৯৯২ আসরের অস্ট্রেলিয়া। '৯৯-এ শ্রীলঙ্কা ছয় দলের গ্রুপে হয়েছিল পঞ্চম, আর এবারের আসরে ইংল্যান্ড এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ১০ দলের মধ্যে দশম। '৯২-তে অস্ট্রেলিয়া হেরেছিল চার ম্যাচ, এবার এরই মধ্যে পাঁচটিতে হেরে গেছে ইংল্যান্ড।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে তাই বেন স্টোকস, জস বাটলার, জো রুট, জনি বেয়ারস্টো, মার্ক উডদের ইংল্যান্ড এক বিস্ময় হয়েই থেকে যাবে। 'সবচেয়ে বাজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' ইতিহাসে সবার ওপরের নামটা কি তবে ইংল্যান্ডেরই নয়?

কলম্বিয়ায় অপহৃত লিভারপুল তারকার মা উদ্ধার, বাবা এখনো নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলম্বিয়ায় অপহরণ করা হয়েছে লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজের মা,বাবাকে। এরই মধ্যে তাঁর মাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাবা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। কলম্বিয়ার একাধিক সংবাদমাধ্যম জানায়, স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে দিয়াজের বাবা লুইস ম্যানুয়েল দিয়াজ এবং মা সিলেনিস মারুলান্দাকে বারানকাসে নিজেদের বাড়ি ফেরার সময় মোটরসাইকেল আরোহী বন্দুকধারী অপহরণকারীরা আটকায়। এরপর অস্ত্রের মুখে তাঁদের সেখান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

কলম্বিয়া পুলিশের গাওলা শাখার পরিচালক কর্নেল জিওভান্নি ক্রিস্তানপো ঘটনাটির তদন্ত করছেন। এর মধ্যে দিয়াজের মাকে উদ্ধারের খবরটি নিশ্চিত করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ পেত্রো।

পাশাপাশি দিয়াজের নিখোঁজ বাবাকে উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এর আগে কলম্বিয়ান অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস জানিয়েছে, তদন্তকারীদের একটি দল বারানকাসে অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দিয়াজের ক্লাব লিভারপুল এরই মধ্যে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত আছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা ঘটনাটি যত দ্রুত সম্ভব ভালোভাবে সমাধান হবে। পাশাপাশি দিয়াজের ভালো থাকাই হবে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।'

এদিকে দিয়াজের পরিবারের ওপর ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার মধ্যেই আজ রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিভারপুল মুখোমুখি হয়েছে নটিংহাম ফরেস্টের। স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচের স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে দিয়াজের নাম। তবে অ্যানফিল্ডে ম্যাচের প্রথম গোলের পরই দিয়াজকে স্মরণ করেছেন সতীর্থরা। ৩১ মিনিটে গোলের পর দিয়াজের জার্সি হাতে নিয়ে উদ্‌যাপন করেছেন দিয়েগো জোতা। পরে ম্যাচটি লিভারপুল জিতেছে ৩, ০ গোলে। আর ম্যাচের আগে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলেছেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপও। তিনি বলেছেন, 'দিয়াজের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর আমাদের স্কোয়াডে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এটা আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক খবর। রাতটা বেশ কঠিনই ছিল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**